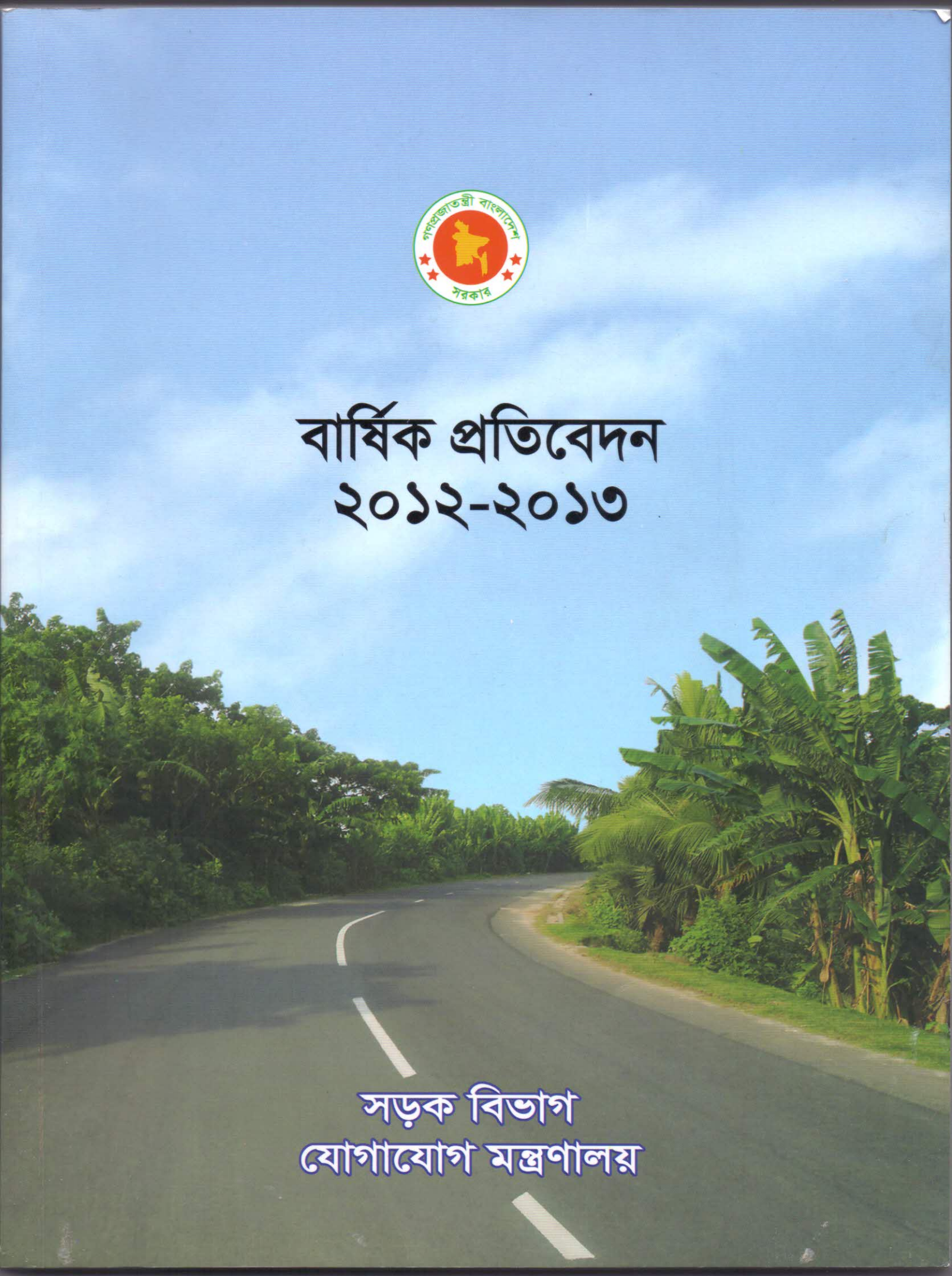

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

সড়ক বিভাগ
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

সড়ক বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সড়ক বিভাগ	০১
সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর	২৯
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৮৫
ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	৯৫
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১০১

সড়ক বিভাগ

ভূমিকা

জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নেটওয়ার্ক একটি দেশের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নেটওয়ার্কের মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের অবদান অনস্বীকার্য। প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। সড়ক বিভাগের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে এবং এখন যে কোন সময়ের তুলনায় উন্নততর। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। এতে সড়ক বিভাগের উপর জনগণের আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তদ্‌সত্ত্বেও বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক আরও উন্নত এবং Vision-2021 এর লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের লাগাতার সংরক্ষণ ও মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে।

সড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগ নিয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠিত। সড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহ হচ্ছেঃ

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

নিম্নবর্ণিত ভিশন ও মিশন অর্জনে সড়ক বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

ভিশন

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

মিশন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ
- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- আধুনিক ও ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ
- আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- আন্তর্জাতিক রুটে বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে সড়ক নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও তদবির করার পূর্বেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার

কাজের প্রকৃতি ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। নামের সাথে প্রতিটি শাখার কাজের সঙ্গতি রেখে পুনর্গঠিত শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম পুনঃবন্টন করা হয়েছে। এতে কাজে গতিশীলতা এসেছে এবং যে কোন বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। সড়ক বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর এবং সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকারি সম্পত্তি ও সম্পদ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা আরও বিকেন্দ্রীকরণের

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অচিরেই মুদ্রিত আকারে সংশোধিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। সড়ক বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য ২৩টি পদ পুরণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মোট ১১১ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৩৪৫ জন। এ বিভাগে মোট ২৩ জন (১ম শ্রেণী-১ জন, ৩য় শ্রেণী-১২ জন, ৪র্থ শ্রেণী-১০ জন) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে মোট ১,০৫,৭৫০ জন কর্মকর্তা/স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ইউনিকোড, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ই-ফাইলিং এর উপর ৫২টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত ২১টি মনিটরিং টিমের সদস্যদের ১০ দিন ব্যাপী কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সড়ক গবেষণাগারের কার্যক্রম ও পরিধি সম্প্রসারণ করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গবেষণা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি ও বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণকে সক্রিয় করা হয়েছে।

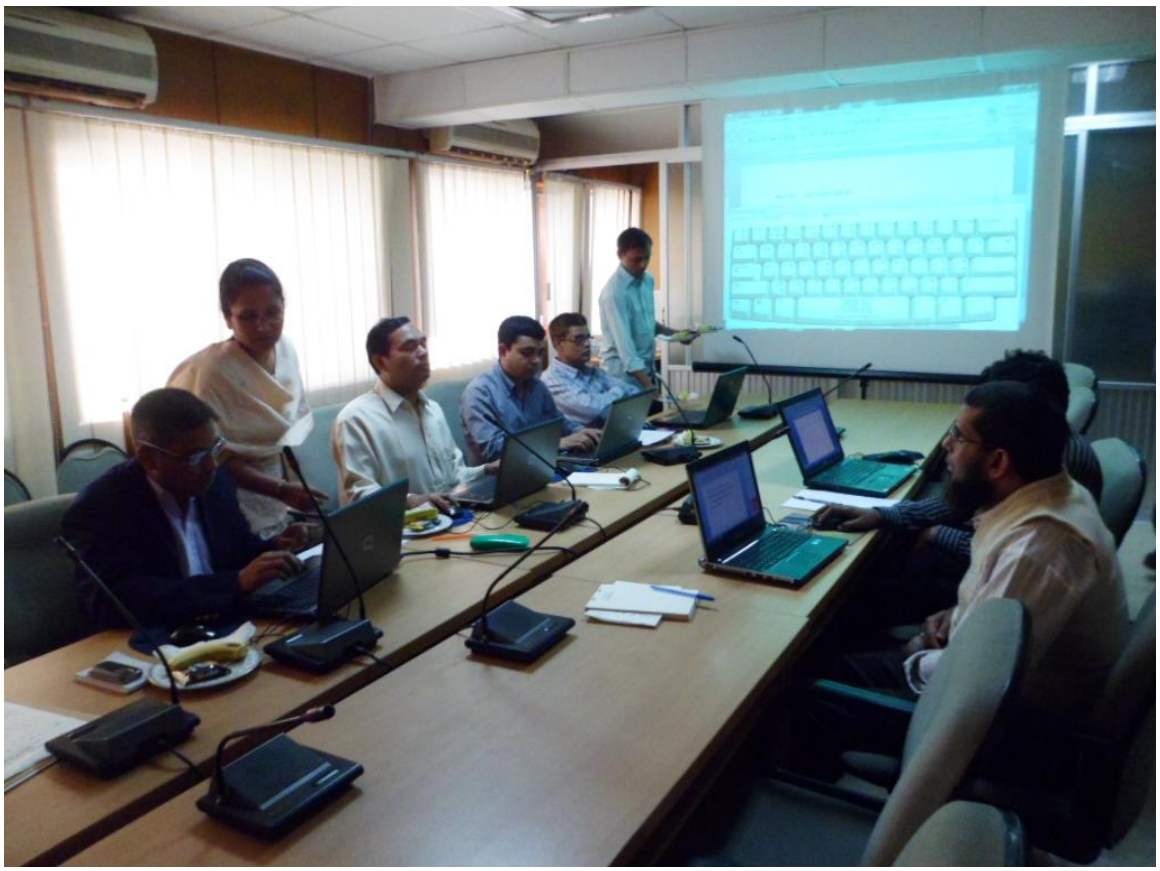

কম্পিউটারে ইউনিকোড বাংলা ব্যবহার পদ্ধতির উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ডিজিটাল কার্যক্রম

অফিস অটোমেশন স্যুট চালু

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ পেপারলেস্ অফিস হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের আওতায় অফিস অটোমেশন স্যুট ব্যবহার করে এ বিভাগের দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথি আদান প্রদানে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

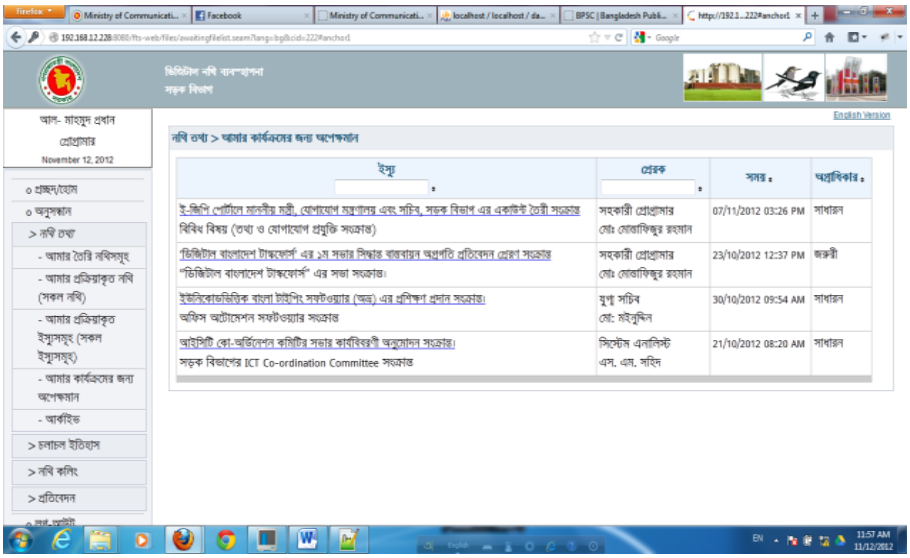

ই-ফাইলিং কার্যক্রম

ডিজিটাল সামগ্রী সংগ্রহ

সকল কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়েছে। কর্মকান্ডের তথ্য ও উপাত্ত ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচারের সুবিধার্থে ভিডিও ক্যামেরা ও ডিজিটাল ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। সভাকক্ষে আয়োজিত সভা, প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় ইত্যাদি কার্যকরভাবে উপস্থাপনের নিমিত্ত ডিজিটাল স্ক্রীণসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন এবং পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেম সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নতুন ও আধুনিক ইন্টারকম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব ব্রডব্যান্ড সংযোগের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। সড়ক বিভাগ ও অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নীতি নির্ধারণকারী ও বাস্তবায়নকারী সকল কর্মকর্তার পদের বিপরীতে স্থায়ী কর্পোরেট মোবাইল নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর নিয়ন্ত্রণাধীন www.eprocure.gov.bd ওয়েবসাইটে সড়ক বিভাগের User Access রয়েছে। এ User Access ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার উপরের ক্রয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রী পর্যায়ে অনলাইনে দরপত্র অনুমোদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ৪টি পিএমপি কাজের দরপত্র মাননীয় মন্ত্রী ই-জিপি'র মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন। এছাড়া জিওবি খাতের ২টি প্রকল্পের দরপত্র ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক অনলাইনে তিনটি দরপত্রের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান

ওয়েবসাইট কার্যক্রম

নতুন আঙ্গিকে ২০১২ সাল হতে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয় এবং এতে তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সড়ক বিভাগের নিজস্ব আইসিটি ইউনিট ওয়েবসাইটটি প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে আছে। সড়ক বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অভিমত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোন মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বসহ বিবেচনায় এনে খতিয়ে দেখা হয়। সড়ক বিভাগে আইসিটি ইউনিট হতে অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ওয়েবসাইট সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সড়ক বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নতুন নতুন সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটটিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার সংযোজন করা হচ্ছে।

সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুসমূহের তথ্য ও চিত্র মাঠপর্যায় হতে ওয়েবসাইটে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং মেরামতের পর পুনরায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়। এতে অন-লাইন মনিটরিং করা প্রকৃত অর্থেই সম্ভব হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে যে কোন সময় জনগণ মতামত এবং পরামর্শ প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন । সড়ক বিভাগ প্রথম বিভাগ হিসেবে এ উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুসরণ করছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ফেইসবুক পেইজ

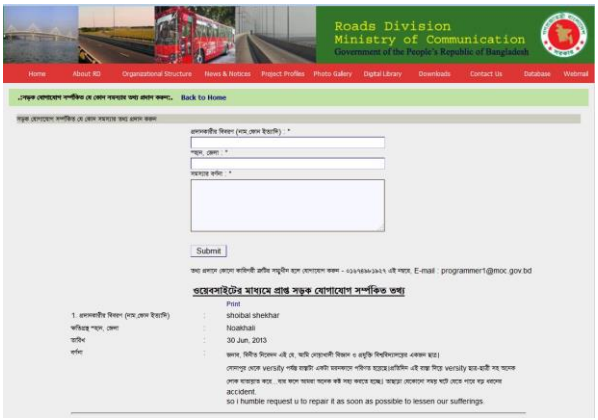

ওয়েবসাইটে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুর তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা

সড়ক বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর PDS প্রস্তুত ও সংরক্ষণের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তেরর সকল কর্মকর্তার PDS অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের GIS Map, বিদ্যমান দেশী-বিদেশী News Paper এবং অধীনস্থ সকল সংস্থার ওয়েব সাইটের সাথে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী চালু করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় সকল আইন/বিধি/নীতিমালা সংরক্ষণ করা হয় এবং এ বিভাগের কাজের সাথে সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা ও সরকারি বিভিন্ন ফরম সংরক্ষিত আছে।

উদ্ভাবনী প্রকল্প

পরিবহণ সেবা প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ইনোভেশন ফান্ডের বিপরীতে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। শতাধিক প্রকল্পের মধ্যে ৬টি সরকারী ও ১৪টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ২০টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত ২০টি প্রকল্পের মধ্যে সড়ক বিভাগের "মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল ইনক্লুডিং মোবাইল ইন্টার‍্যাক্টিভিটি" প্রকল্পটি অন্যতম। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াতকারী যানবাহনের টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয়, রুট সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ বিভিন্ন সেবা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিশেষ করে, সওজ অধিদপ্তরের হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের ভূমি ও স্থাপনার রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা সহজে আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগের আইসিটি ইউনিট নিজস্ব উদ্যোগে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সফটওয়্যার প্রস্তুত করেছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল ভূমি ও স্থাপনার হালনাগাদ রেকর্ড সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। স্ব স্ব অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাগণ সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করবেন। ফলে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি ও স্থাপনা উদ্ধারের পথ সুগম হবে। এছাড়া, শৃঙ্খলা কার্যক্রম এবং দায়েরকৃত মামলার উপাত্ত সংরক্ষণ সম্পর্কিত ২টি পৃথক ডাটাবেজ সফটওয়্যার উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সড়ক মনিটরিং

সড়ক বিভাগে প্রথমবারের মত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ২১টি স্থায়ী মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে। এ টীমে সড়ক বিভাগের কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন। সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় বর্তমানে মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছেন। এ ব্যবস্থা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। মনিটরিং টীমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৌখিক/লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন জনস্বার্থে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক

বিশ্বায়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের এ যুগে আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আন্তঃদেশীয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহ আজ একই পরিবারের সদস্য হয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সামিল হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের এ অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ না করার অর্থ উন্নয়নের সুযোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আন্তঃদেশীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

বাংলাদেশ ১০ আগস্ট ২০০৯ The Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network এ পক্ষভুক্ত হয় যা ৮ নভেম্বর ২০০৯ হতে কার্যকর হয়েছে। এ চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হবার ফলে ১,৪৩,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এশিয়ান হাইওয়ের মাধ্যমে এশিয়ার ৩২টি দেশ ও ইউরোপের সাথে সড়কপথে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নিম্নলিখিত ৩টি সড়ক রুটে ১৭৫৭ কিলোমিটার সড়ক এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

আন্তর্জাতিক রুট

(১) AH-1 : বেনাপোল-যশোর-নড়াইল-কালনা ফেরীঘাট-ভাটিয়াপাড়া-ভাংগা-চরজানাজাত-মাওয়া-ঢাকা-কাঁচপুর-নরসিংদী-শেরপুর-সিলেট-তামাবিল : ৪৯১ কিলোমিটার

AH-1 রুট: জাপান থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক হয়ে বুলগেরিয়া সীমান্তে শেষ হবে।

(২) AH-2 : বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড়-বেলডাংগা-রংপুর-গোবিন্দগঞ্জ-বগুড়া-হাটিকুমরুল-এলেঙ্গা-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল: ৫১২ কিলোমিটার

AH-2 রুট: ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান হয়ে ইরানের তেহরানে AH-1 রুট এর সাথে সংযুক্ত হবে।

উপ-আঞ্চলিক রুট

(৩) AH-41 : মংলা-খুলনা-যশোর-ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া-বনপাড়া-হাটিকুমরুল-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর-ঢাকা-কাঁচপুর-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ : ৭৫৪ কিলোমিটার

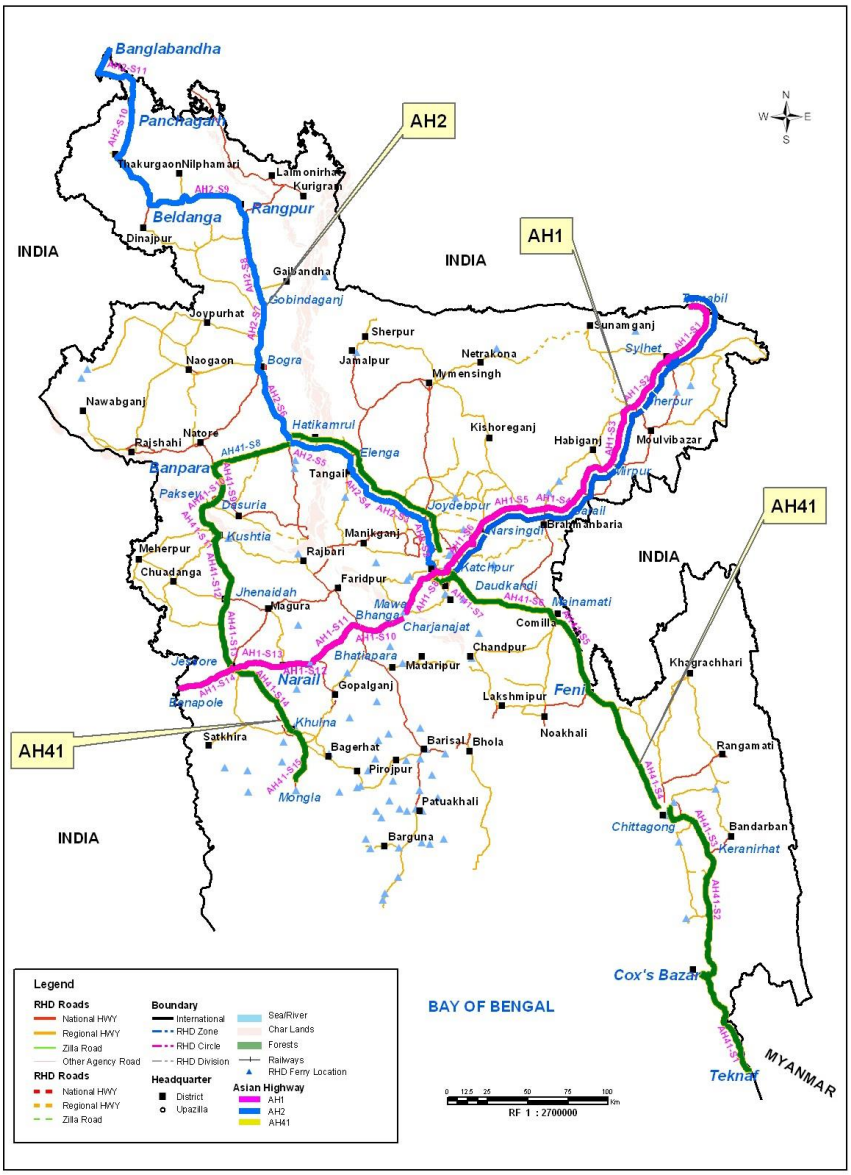

এশিয়ান হাইওয়ের বাংলাদেশ অংশের রুট ম্যাপ

এশিয়ান হাইওয়ের বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থা ও এর উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

AH-1: AH-1 রুটের পৌর এলাকার কিছু অংশ ৪ লেনের হলেও বেশীরভাগ অংশেই ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক রয়েছে। এ করিডোরের ভাংগায় পদ্মা নদী এবং কালনা নদী অংশে মিসিং লিংক রয়েছে। এ করিডোরের উন্নয়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে:

(ক) সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি কারিগরী প্রকল্পের আওতায় তামাবিল হতে কাঁচপুর পর্যন্ত ২৮৩ কিলোমিটার মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) ঢাকা-মাওয়া সেকশনের ৬৪ কিলোমিটার মহাসড়কের ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এপ্রোচসহ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সকল সড়ক সেকশনের ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন হলে মান উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

AH-2 : AH-2 করিডোরের বিভিন্ন সড়কাংশ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি কারিগরী প্রকল্পের আওতায় তামাবিল হতে কাঁচপুর পর্যন্ত ২৮৩ কিলোমিটার মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সেকশনের ৭০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(গ) সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি কারিগরী প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-বগুড়া-রংপুর সেকশনের ২৫১ কিলোমিটার সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(ঘ) পঞ্চগড়-রংপুর সেকশনের ১০৬ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন প্রয়োজন।

(ঙ) বাংলাবান্ধা হতে পঞ্চগড় পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার সড়ক RNIMP-II প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন করা হয়েছে।

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন হলে এ সকল অংশগুলো বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে মানোন্নয়ন করা হবে।

AH-41: AH-41 উপ-আঞ্চলিক রুটের বেশীরভাগ অংশ ২য় শ্রেণী মানের সড়ক। এ রুটের বিভিন্ন অংশের মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

(ক) সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ-কক্সবাজার-চট্টগ্রাম সেকশনের ২৮৮ কিলোমিটার সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) চট্টগ্রাম হতে দাউদকান্দি সেকশনের ১৯২ কিলোমিটার সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(গ) হাটিকুমরুল-বনপাড়া সেকশনের ৫১ কিলোমিটার সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

(ঘ) দাউদকান্দি হতে কাঁচপুর ২৬ কিলোমিটার ৪ লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

(ঙ) বনপাড়া-দাশুড়িয়া-পাকশী-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ১০৫ কিলোমিটার সড়ক UNESCAP Pre-feasibility study সম্পন্ন করেছে।

(চ) সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা সেকশনের ১০৭ কিলোমিটার সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে।

(ছ) খুলনা-মংলা সেকশনের ৪৩ কিলোমিটার সড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

রুটটির বিভিন্ন সড়ক সেকশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন হলে এ সকল সেকশনের মানোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে।

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

প্রণীত সংশোধিত বিধিমালা

যানবাহনে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন ও আনুষঙ্গিক বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে The Motor Vehicles Rules, 1984 এর rule 59 ও 60 সংশোধন করা হয়েছে, যা ০৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-অ)।

প্রণয়নাধীন আইন/রেগুলেশন/নীতিমালা

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার, ইত্যাদির জন্য একটি সড়ক তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পরিচালনার নিমিত্ত একটি বোর্ড গঠন করার লক্ষ্যে সড়ক তহবিল বোর্ড আইন, ২০১২ এর খসড়া গত ১১.০২.২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এটি একটি অর্থবিল হওয়ায় বিলটিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২৮.০৪.২০১৩ তারিখ সম্মতি প্রদান করেন। বিলটি গত ০৪.০৬.২০১৩ তারিখ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম বৈঠকে গত ১২.০৬.২০১৩ তারিখে বিলটি সংশোধনীসহ সুপারিশ করা হয়। সহসাই বিলটি সংসদে পাশ হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন, ২০১৩

১৯৩৯ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৩ সালে সংশোধিত মোটরযান অধ্যাদেশ এর পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন, ২০১৩ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপকমিটিসমূহের সুপারিশের প্রেক্ষাপটে খসড়াটি আরও সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে আহবায়ক করে ২০.০৬.২০১৩ তারিখে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করা হবে।

The Motor Vehicle Regulation

মোটরযান ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে The Motor Vehicle Regulation, 1984 ও The Motor Vehicle Regulation, 1940 সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Regulation দু'টি সংশোধনের নিমিত্ত প্রথম পর্যায়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং নিয়ে দু'টি প্রাক-প্রকাশনা গত ১১.০৬.২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক-প্রকাশনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় বার অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন দুটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে।

জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩

দেশে বহুমাধ্যমভিত্তিক সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় উপ-কমিটি ১২টি সভা করে গত ১৭.০৪.২০১৩ তারিখে জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩ এর চূড়ান্ত খসড়া দাখিল করে। গত ০৫.০৫.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় নীতিমালাটির আংশিক সংশোধন করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অনুরোধ করা হয়েছে। মতামত প্রাপ্তির পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে অচিরেই নীতিমালাটি চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭

ঢাকা শহরে চলাচলকারী ২৬৯৬টি মিশুক প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার এর সংখ্যা ১৩০০০ হতে ১৫৬৯৬ তে উন্নীত করে সিলিং পুনঃনির্ধারণপূর্বক সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ সংশোধন করা হয় (পরিশিষ্ট-আ)।

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস পরিচালনায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০ সহজীকরণের নিমিত্ত সংশোধন করা হয়েছে যা গত ১৪ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-ই)।

যানবাহনের টোল আদায়ের হার ও পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন সড়ক, সেতু, ফেরী ও স্থাপনা দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের টোল আদায়ের হার সুষমকরণ ও আদায় পদ্ধতি আধুনিকীকরণের নিমিত্ত খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

সড়ক বিভাগের একীভূত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

সড়ক বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার একীভূত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাট বাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধ করত: মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে গত ২৭.০৫.২০১৩ তারিখ নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে সভাপতি করে গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-ঈ)। কমিটির ১ম সভা গত ০৯.০৬.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৫৯% যা সড়ক বিভাগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ১৫৫টি প্রকল্পের (জিওবি ১৩৯টি, জেডিসিএফ ৩টি, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১১টি ও টিএ ২টি) অনকূলে মোট বরাদ্দকৃত ৩৬১২.৪২ কোটি (জিওবি ৩০১০.৮৩ কোটি, জেডিসিএফ ৬৭.৭৫ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৫৩৩.৮৪ কোটি) টাকা। তম্মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয়িত টাকার পরিমাণ ৩৫৯৭.৫২ কোটি (জিওবি ৩০০৬.০৭ কোটি, জেডিসিএফ ৬৭.৭৫ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৫২৩.৭০ কোটি) টাকা। সড়ক বিভাগের আওতাধীন সওজ অধিদপ্তরের এডিপি বাস্তবায়ন হার ৯৯.৬২% (জিওবি ৯৯.৯১%, জেডিসিএফ ১০০% ও প্রকল্প সাহায্য ৯৭.২১%), বিআরটিসি'র বাস্তবায়ন হার ৯৯.১৭% (জিওবি ৯৬.৭৭% ও প্রকল্প সাহায্য ১০০%) এবং ডিটিসিএ'র বাস্তবায়ন হার ৮২.৮৩% (জিওবি ৮২.৮৩%)। বিআরটিএ'র কোন উন্নয়ন প্রকল্প ছিলনা।

বাংলাদেশে প্রথম

সড়ক বিভাগ বাংলাদেশে প্রথম নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করেছেঃ

বাস্তবায়িত

- আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস
- বিআরটিসি বাসে ই-টিকেটিং
- ২০ বছর মেয়াদী রোড মাস্টার প্ল্যান

- ডিজিটাল স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স
- মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং
- রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

বাস্তবায়নাধীন

- হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) চালু
- উত্তরা ৩য় ফেইজ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 চালু
- ই-টিকেটিং ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন

সামাজিক কর্মকান্ড

সড়ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক/কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। এতে সড়ক পরিবারের ভিত্তি দৃঢ় ও কাজে নতুন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন ২০১৩

সড়ক বিভাগের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ারহাট ডাক বাংলোতে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ আনন্দঘন পরিবেশে দিনটি অতিবাহিত করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন-২০১৩-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৩-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের স্পাউসগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৩-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সন্তান-সন্ততি

সড়ক বিভাগের বার্ষিক বনভোজন-২০১৩-এ শিশুদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

সড়ক বিভাগের বার্ষিক বনভোজন-২০১৩-এ পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

মানবিক সহায়তা

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের একদিনের বেতনের অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেন।

সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য সড়ক বিভাগের সচিব
জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আর্থিক আনুদানের চেক হস্তান্তর

এছাড়াও বিআরটিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান মেজর (অবঃ) এম এম ইকবাল এর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সড়ক বিভাগ ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের একদিনের বেতনের অর্থ প্রদান করেন।

বিদায় সম্বর্ধনা

সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তনে সড়ক বিভাগ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদানের রীতি চালু করা হয়েছে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থ বৎসরে সড়ক বিভাগ থেকে যাঁরা কর্মস্থল পরিবর্তন করেছেনঃ

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	কর্মকাল
১।	জনাব মোঃ সাইফুল হাসান, উপসচিব	২৩.১০.২০১১ থেকে ০১.১০.২০১২
২।	জনাব মাহমুদ হাসান, উপসচিব	১৯.১২.২০১২ থেকে ২১.০৪.২০১৩
৩।	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, উপপ্রধান	১৩.১১.২০১১ থেকে ১৩.০৩.২০১৩
৪।	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব	৩১.০১.২০১২ থেকে ০৬.০৯.২০১২

জনাব মোঃ সাইফুল হাসান, উপসচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

সড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

সড়ক বিভাগে ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন/আছেন তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-উ তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-অ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৯, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৩ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/৮ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৩৪৭-আইন/২০১২।—Motor Vehicle Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983), অতঃপর "উক্ত Ordinance" বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 50 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং এর Section 173 sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, Motor Vehicle Rules, 1984 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর rule 59 ও 60 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ rule 59 ও 60 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"59. ***Assignment and exhibition of registration marks.***—(1) The registration marks to be assigned to a motor vehicle under-section (3) of Section 34 shall consist of the name of the district or area specified in the second column of the sixth schedule to the ordinance and one of the Bengali letters specified against the class or classes of the vehicles in the second column of the Second Schedule to these Rules and numerals as per provisions of sub-rules (3).

(2) The registration marks shall be in Bengali letters and numerals and shall be exhibited without any ornamentation or design,

(a) in the case of a transport vehicle, in black on a green ground;

(b) in the case of a temporary registration under section 36 in red on a white ground;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(c) in the case of a registration marks allocated to dealers in motor vehicles or assembler of manufacturer thereof, in black on a blue ground; and

(d) in all other cases, in black on a white ground.

(3) The registration marks shall be in four parts and be written in two horizontal lines. The first line shall consist of two parts the first part showing the name of the district or area as specified in the second column of the sixth schedule to the ordinance and the second part separated by a hyphen and showing one of the Bengali letters specified in columns 3, 4, 5, 6 and 7 against the class or classes of vehicles mentioned in column 2 of the second schedule to the these Rules, and the second line shall consist of two parts the first containing any of the two figures from 01 to 99 and the second part separated by a hyphen and containing any of the numbers from 0001 to 9999 in the respective series assigned to different classes of motor vehicles. The sub-series 01-10 shall be reserved for replacement of vehicles registered before the introduction of computerized registration systems by the Authority.

(4) The registration mark plate shall be a standard aluminum plate upon which a standard retro reflective sheet be laminated in the manner that the surface of the plate will be a perfect smooth one to provide retro reflective effect. The registration mark shall be clearly and legibly exhibited on the retro reflective surface of the plate at front and rear facing direct to the front or rear, as the case may be, in the manner hereinafter specified. These plates shall not bear any other signs, letters, or ornamentation or designs.

(4).a Notwithstanding anything contained in sub-rules (2) and (4) the Authority may introduce any other signs, letters, numerals, ornamentation or designs in the registration mark plates if it feels necessary for the purpose of safety, security and/or monitoring of the same.

(5) In the case of busses, trucks and other heavy vehicles, the registration marks shall be exhibited on a retro reflective surface of a plate of 350×152 mm (with a tolerance ± 1 mm), the dimensions of the letters indicating the name of the district or area shall not be less than 25 mm high, the letters signifying the class of the vehicle shall not be less than 25 mm high and the numerals shall not be less than 45 mm high. There shall be a space from the edge of the plate surface of not less than 10 mm and a space between any two numerals of not less than 6 mm. The hyphen between the numerals in the second line shall not be less than 15 mm.

(6) In the case of a motor cycle, a motor cab rickshaw or an invalid carriage, the registration marks shall be exhibited on a retro reflective surface of a plate of 205×152 mm (with a tolerance ± 1 mm), the dimensions of the letters indicating the name of the district or area shall not be less than 16 mm high, the letters signifying the class of the vehicle shall not be less than 16 mm high and the numerals shall not be less than 27 mm high. There shall be a space from the edge of the plate surface of not less than 10 mm and a space between any two numerals of not less than 6 mm. The hyphen between the numerals in the second line shall not be less than 12 mm.

(7) The letters and numerals shall be exhibited in the manner specified in sub-rules (3).

(8) In the case of cars, jeeps, station-wagons, microbuses, pick-ups, human haulers etc., the registration marks shall be exhibited on a retro reflective surface of a plate of 300×152 mm (with a tolerance ±1mm), the dimensions of the letters indicating the name of the district or area shall not be less than 23 mm high, the letters signifying the class of the vehicle shall not be less than 23 mm high and the numerals shall not be less than 38 mm high. There shall be a space from the edge of the plate surface of not less than 10 mm and a space between any two numerals of not less than 6 mm. The hyphen between the numerals in the second line shall not be less than 14 mm.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-rules (4), motor cycles and invalid carriages are exempted from exhibiting registration mark at the front.

(10) The registration mark as exhibited under sub-rules (4), at the rear of a transport vehicle, shall be fixed to the vehicle at such a height from the ground, but not exceeding six feet, as may be reasonably practicable having regard to the type of body of the vehicle.

(11) The first line of the registration mark as referred to in the preceding sub-rules may either be embossed or printed and the second line shall be embossed on a retro reflective surface of the plate as described in sub-rules 59 (4).

(12) The registration mark to be exhibited shall be embossed on a retro reflective surface of a plate as described in sub-rules (4) to (11) and not otherwise.

(13) The motor vehicles registered before the commencement of these rules shall be assigned new registration marks in accordance with these rules and the registration marks shall be corrected and exhibited accordingly.

60. **Exhibition of registration mark of trailers.**—(1) The registration mark of a trailer shall be exhibited on a retro reflective surface of a plate as stated in sub-rules (4) of rule 59 which shall be affixed to the left hand side of the trailer. The dimensions of the letters, figures, space and margin shall be not less than the dimensions prescribed in respect thereof in sub-rules (5) of rules 59.

(2) The registration mark of the drawing motor vehicle required by the ordinance to be affixed to the rear of a trailer shall be in conformity with all the provisions of these Rules in relation to the rear of a motor vehicle."

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-আ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২৭, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

বিআরটিএ ও ডিটিসিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ জুলাই ২০১২/০৭ শ্রাবণ ১৪১৯

নং ৩৫.০২০.০২২.০০.০০.০৬.২০০৭-২৯১—যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যোম/পরি-১/১সি-৬/২০০৭-১৪৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারিকৃত এবং ২৭ মে ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় "সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭" শিরোনামে প্রকাশিত, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলে অভিহিত, এর সংশোধন—

উক্ত নীতিমালার ঃ—

অনুচ্ছেদ-ক ঃ সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস প্রবর্তন এর উপ-অনুচ্ছেদ ২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ ২ প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলারের সংখ্যার সিলিং সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারণ, হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে আলাদা আলাদাভাবে বর্তমানে ১৩০০০ সিএনজি চলাচলের অনুমতি রয়েছে।

তবে, ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়ম/পদ্ধতিতে বিদ্যমান ২৬৯৬ (দুই হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই) টি মিশুক সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার এ প্রতিস্থাপন করা যাবে। ফলে ঢাকা মহানগরীতে চলাচলের জন্য সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার এর সংখ্যা সর্বোচ্চ (১৩০০০+২৬৯৬)=১৫৬৯৬ (পনের হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই) এ সীমাবদ্ধ থাকবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিন্নাত রেহানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-ই

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১৪, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

বিআরটিএ ও ডিটিসিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/ ১৪ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৩১.২৫.০১২-১৭৮।—যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগের ১৫ নভেম্বর, ২০১০ তারিখের যোম/পরি-১(ট্যাক্সিক্যাব-৩০)/৯৭(অংশ-৪)-৫৪১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারিকৃত এবং নভেম্বর ২৪, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন 'ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০', অতঃপর উক্ত গাইড লাইন বলে অভিহিত এর সংশোধন—

উক্ত গাইড লাইনের ঃ—

অনুচ্ছেদ-ক এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর শেষোক্ত বাক্য; যথা ঃ- "এ গাইড লাইন জারীর পর নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০০ (এক হাজার)টি ট্যাক্সিক্যাবের একটি ফ্লিট থাকতে হবে।" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বাক্য প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

এ গাইড লাইন জারির পর নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)টি ট্যাক্সিক্যাবের একটি ফ্লিট থাকতে হবে। অনুমোদনের তারিখ থেকে ০৪(চার) মাসের মধ্যে ট্যাক্সিক্যাব আমদানি করে পরিচালনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-ক এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০); যথাঃ—"প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব ডিপো/পার্কিং গ্যারেজ (স্পেস) এবং ট্যাক্সিক্যাব মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং এর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় ট্যাক্সিক্যাব চালানোর অনুমতি দেয়া যাবে না।" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১০) প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

কোম্পানির যত সংখ্যক ট্যাক্সিক্যাব থাকবে তত সংখ্যক ট্যাক্সিক্যাবের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ডিপো/পার্কিং গ্যারেজ (স্পেস) এবং ট্যাক্সিক্যাব মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং এর সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় ট্যাক্সিক্যাব চালানোর অনুমতি দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ-ক এর উপ-অনুচ্ছেদ (১৫) ; যথাঃ—"ট্যাক্সিক্যাবে নিয়োজিত ড্রাইভারগণকে ট্রাফিক আইন ও যাত্রীদের সাথে শোভনীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১৫) প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

ট্যাক্সিক্যাবে নিয়োজিত ড্রাইভারগণকে ট্রাফিক আইন ও যাত্রীদের সাথে শোভনীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিকে মৌলিক ও প্রতিবছর রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-খ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর ৮ম ও ৯ম লাইনে বর্ণিত বাক্য; যথাঃ—"ট্যাক্সিক্যাব ৩ (তিন) বছরের অধিক পুরাতন হতে পারবে না।" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দুটি বাক্য প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

গাড়ি তৈরির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের অধিক পুরাতন গাড়ি ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে আমদানি করা যাবে না। এক্ষেত্রে জাহাজীকরণের তারিখ পর্যন্ত ৩ বছরের সময় গণনা করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিন্নাত রেহানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-ঈ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০৬.২০১৩-৭৭

তারিখ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ / ২৭ মে, ২০১৩

জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাটবাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধ করত: মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নরূপভাবে 'নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি" গঠন করেছে:

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

কমিটির গঠন ঃ

(১)	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী , ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)	প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা ঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

(৩) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(৪) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।

(৫) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

(৬) সচিব, স্থানীয় সরকার।

(৭) সচিব, সড়ক বিভাগ।

(৮) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(৯) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ।

(১০) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ।

(১১) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

(১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

৩। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও এগুলির পার্শ্ব হতে হাট বাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবৈধভাবে চলাচলরত নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক বা অনুরুপ যানবাহন চলাচল বন্ধকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(গ) প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়।

৪। সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ নূরুল করিম)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোনঃ ৯৫১১০৩৬

উপপরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়
প্রজ্ঞাপনটি অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশ করে ২০০(দুইশত)
কপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল)

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০৬.২০১৩-

তারিখ ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ / ২৭ মে, ২০১৩

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/মহা-পুলিশ পরিদর্শক ....
৩। সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব.....
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি/ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন .....
৫। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ/ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর .....
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য ।
৭। একান্ত সচিব, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী .....মন্ত্রণালয়। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৮। উপসচিব, আইসিটি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। (প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২৭/৫/১৩

(মুকতাদির আজিজ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫১১০৮১

পরিশিষ্ট-উ

২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে সড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিত নম্বর	পদবি	যোগদানের তারিখ
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	সচিব	১৬.১১.২০১১
২.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (১৮৭৬)	অতিরিক্ত সচিব	২৭.০২.২০১২
৩.	জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন (২৩৫০)	যুগ্মসচিব	১৩.১১.২০১১
৪.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	যুগ্মসচিব	০৯.০২.২০১২
৫.	জনাব সাজ্জাদুল হাসান (৪৭১৩)	যুগ্মসচিব	২৪.০৪.২০১২
৬.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (৪৭৯৫)	যুগ্মসচিব	১৩.১১.২০১২
৭.	জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ (৪৮১১)	যুগ্মসচিব	০৯.০২.২০১২
৮.	মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম (০০৭৯)	যুগ্মপ্রধান	২৭.০৫.২০০৮
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	উপসচিব	০৪.০৫.২০১১
১০.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	উপসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	১৫.০১.২০১২
১১.	জনাব মোঃ সাইফুল হাসান (৪৬৮০)	উপসচিব	২৩.১০.২০১১
১২.	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন (৪৭৩৬)	উপসচিব	০৩.০৪.২০০৭
১৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (৪৭৮৩)	উপসচিব	০৫.০৮.২০১২
১৪.	আলম আরা বেগম (৪৮৯৩)	উপসচিব	২৮.০৪.২০১৩
১৫.	খন্দকার ফাতেমা বেগম (৪৯০৫)	উপসচিব	০২.০৬.২০০৮
১৬.	বেগম যাহিদা খানম (৪৯৫২)	উপসচিব	২৬.০৯.২০১২
১৭.	বেগম রওশন আরা বেগম (৫০০২)	উপসচিব	০৪.০২.২০০৯
১৮.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	উপসচিব	২৮.০২.২০১২
১৯.	জনাব মাহমুদ হাসান (৫৩২৬)	উপসচিব	১৯.১২.২০১২
২০.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	উপসচিব	২৮.১২.২০১০
২১.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪২৩৩)	উপসচিব	২৬.১২.২০১০
২২.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	উপসচিব	৩০.০৯.২০০৯
২৩.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	উপসচিব	০৫.০৮.২০১২
২৪.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	উপপ্রধান	০৬.০৫.২০১৩
২৫.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন (০২২০)	উপপ্রধান	১৩.১১.২০১১
২৬.	জনাব মোঃ ইসহাক (০৬০০২)	উপপ্রধান	১২.০৪.২০১২
২৭.	জনাব মো. আবু নাছের	সিনিয়র তথ্য অফিসার	০৯.০৮.২০১০
২৮.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯.০৩.২০১১
২৯.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৩.০২.২০১১
৩০.	বেগম জিন্নাত রেহানা (৬৮১৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০.০১.২০১২
৩১.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩১.০১.২০১২

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিত নম্বর	পদবি	যোগদানের তারিখ
৩২.	জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ (১৫২৫৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	০১.১২.২০১১
৩৩.	জনাব শাহ আলম মুকুল (১৫২৭৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩.০৯.২০১২
৩৪.	জনাব মোঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী (১৫৪৯৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৮.১১.২০১২
৩৫.	জনাব এস, এম, সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৩৬.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৩৭.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০২.১২.২০০৯
৩৮.	জনাব কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৩৯.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৪০.	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (৬০২১৬৫)	সহকারী প্রধান	১৪.১২.২০০৮
৪১.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৪২.	জনাব মোহা লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৪৩.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৪৪.	নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৪৫.	সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৪৬.	জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৯.০৬.২০১১

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ভূমিকা

যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সার্বিক অগ্রগতি অর্জনের পূর্বশর্ত । যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সম্পদের সংরক্ষণ, মেরামত, সম্প্রসারণ ও নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর । এছাড়া, সওজ অধিদপ্তর সওজ সড়ক নেটওয়ার্কের বিভিন্ন সড়কসেতু/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফেরী সমূহ পরিচালনা করে আসছে। সওজ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট প্রায় ২১,৫৭১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,৬৭৮ কিলোমিটার। এছাড়া, সওজ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে। অধিকন্তু ৫৪টি ফেরী ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৩৫টি ফেরী যানবাহন পারাপার করছে। সওজ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের ৯টি জোন, ২০টি সার্কেল এবং ৬৫টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৫২টি (তন্মধ্যে দেশীয় অর্থায়নে প্রকল্প জিওবিতে ১৩৮টি, জেডিসিএফ ৩টি, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৯টি ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ২টি)। মোট ১৫২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৩৮২.৮৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে দেশীয় অর্থায়নে জিওবিতে ২৭৯৯.৬২ কোটি টাকা, জেডিসিএফ ৬৭.৭৫ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৪৭৫.৮৩ কোটি টাকা ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৩৯.৬৭ কোটি টাকা । জিওবিতে মোট ছাড় হয় ২৭৯৯.৪৩ কোটি টাকা। সর্বমোট ব্যয় হয় ৩৩৭০.০৩ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬২%। আর্থিক অগ্রগতি গত অর্থ বছরে একই সময় ছিল ৯৪.৯৬%। আর্থিক অগ্রগতি খাতওয়ারী বিভাজনে দেখা যায়, জিওবি খাতে ২৭৯৭.০০ কোটি টাকা (৯৯.৯১%), জেডিসিএফ ৬৭.৭৫ কোটি টাকা (১০০.০০%), বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৪৬৫.৬৩ কোটি টাকা (৯৭.৮৬%) ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৩৯.৬৫ কোটি টাকা (৯৯.৯৫%)।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সওজ অধিদপ্তর এর আওতায় ১৫২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নিম্নলিখিত নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- ৩৯৮.২৫ কিলোমিটার ফেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ১০৬২.৩৪ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং
- ৩২৮.৮৪ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ
- ৩০৭.০৫ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ
- ১৪৪২৭ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ২৯১৯.৭৩ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১৫২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল, তন্মধ্যে ২৫টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত, ৩টি প্রকল্প অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করা হয়েছে এবং ১টি প্রকল্প ড্রপ করা হয়েছে। অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তকৃত ৩টি প্রকল্পের মধ্যে বহদ্দারহাট থেকে ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়ন করা হবে। সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৪টি সড়ক প্রকল্প, ৮টি সেতু প্রকল্প, ২টি ফ্লাইওভার ও ১টি সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গৃহীত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ৭টি।

২০১২-১৩ অর্থবছরের নতুন প্রকল্পঃ

১. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প
২. মাদারীপুর (মোস্তাফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ (কাজিরটেক সেতু) আরও ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প
৩. ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প
৪. হালুয়াঘাট-মুন্সীগঞ্জ-ধোবাউড়া সড়ক নির্মাণ
৫. খুলনা (গল্লামারী)-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক নির্মাণ
৬. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)
৭. উল্লাপাড়া-পুনিমাগাতি-তাড়াশ এবং পোড়াবাড়ী-কামারখন্দ-নলকা সড়কে ২টি পিসি গার্ডার এবং ৪টি বেইলী সেতুর সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ

সমাপ্ত সড়ক প্রকল্পঃ

১. সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২
২. সিলেট-জকিগঞ্জ (চরখাই-জকিগঞ্জ) সড়ক উন্নয়ন
৩. কিশোরগঞ্জ-নিকলী সড়ক উন্নয়ন (মোহরকোনা সংযোগসহ)
৪. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)
৫. ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশ ৪ লেনে উন্নীতকরণ
৬. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)
৭. ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্তকরণ প্রকল্প
৮. ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তরের সড়ক উন্নয়ন
৯. পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে গাছপাড়া)
১০. ১.০২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ এবং দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কের প্রথম ২.৫০ কিলোমিটার সড়কাংশ ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১১. আতাইকুলা-সুজানগর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (সেতু নির্মাণসহ)
১২. রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ
১৩. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন
১৪. বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়ক উন্নয়ন

সমাপ্ত সেতু প্রকল্পঃ

১. টাঙ্গাইল-এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ
২. চট্রগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ
৩. সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের ১০ টি সেতু নির্মাণ
৪. সাদুল্লাপুর-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭ কিলোমিটারে (কাচঁদহঘাটে) করতোয়া নদীর উপর প্রি-স্ট্রেস্ড গার্ডার সেতু নির্মাণ
৫. মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ৬ টি সেতু নির্মাণ
৬. শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ
৭. কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিলোমিটারে পিসি গার্ডার সেতু (পালপাড়া সেতু) নির্মাণ
৮. বিদ্যমান মেঘনা ও গোমতী সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

সমাপ্ত ফ্লাইওভার প্রকল্পঃ

১. মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ
২. চট্টগ্রাম ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্প (সওজ কম্পোনেন্ট)

সমাপ্ত সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্পঃ

১. টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স রোড সেফটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম

প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত প্রকল্পঃ

১. বহদ্দারহাট থেকে ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
২. খাগড়াছড়ি- রাঙ্গামাটি- বান্দরবন সড়ক উন্নয়ন (খাগড়াছড়ি- মহালছড়ি- ঘাগড়া অংশ)
৩. গোপালগঞ্জ জেলায় ১৬টি সড়ক উন্নয়ন

ড্রপকৃত প্রকল্পঃ

১. বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে স্টাডি ও ডিজাইন প্রজেক্ট

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ

সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২

রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলের ১৪৫.১৮ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে একটি উচ্চ মানসম্পন্ন ও দীর্ঘ মেয়াদী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ গ্রহণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ৫৪.৫৪ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তাসহ মোট ৯৮০.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের ৪টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। ৪ টি কম্পোনেন্টে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- সড়ক উন্নয়ন কম্পোনেন্টের আওতায় মোট ১৪৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়।
- পিরিয়ডিক রোড মেইনটেন্যান্স কম্পোনেন্টের আওতায় ৪৪৯ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন করা হয়।
- পারফরম্যান্স বেইজ্ড রুটিন রোড মেইনটেন্যান্স কম্পোনেন্টের আওতায় ১০৫ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়
- রোড সেফটি কম্পোনেন্টের আওতায় ১৯৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়।

সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ এর আওতায় নির্মিত বোদা-দেবীগঞ্জ সড়ক

সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ এর আওতায় নির্মিত পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক

ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তরের সড়ক উন্নয়ন

ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তর এর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে রাজবাড়ী রাস্তার মোড় এবং ভাংগা রাস্তার মোড় হতে এস,এস, ঘাট পর্যন্ত মোট ১১.০৯৬ কিলোমিটার সড়ক ৪৯.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশস্তকরণ, পাকাকরণ, ফুটপাত-কাম-ড্রেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও ডিভাইডারসহ চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফরিদপুর শহরের সড়কে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার নিরসন হয়েছে, ফরিদপুর শহরের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খলভাবে যান চলাচল করতে পারছে। এতে ফরিদপুর শহরের যানজট দূর হয়েছে। ফুটপাত নির্মাণের ফলে সড়কে পথচারীদের পথচলা সহজ হয়েছে এবং দূর্ঘটনার প্রবণতা কমেছে। ফরিদপুর শহরের প্রায় সবকটি স্কুল, কলেজ এই সড়কের পাশে অবস্থিত। সড়ক পার্শ্বে ফুটপাত ও ডিভাইডার নির্মিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের চলাচল নিরাপদ হয়েছে। নির্মিত ডিভাইডারে দৃষ্টিনন্দন উদ্ভিদের চারা রোপণের ফলে শহরের সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখছে।

রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ

রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সড়কটি রংপুর ও দিনাজপুর জেলাকে বিকল্প রুটে স্বল্প দূরত্বে (৬৮.০০ কিলোমিটার) যুক্ত করেছে। সড়কটির রংপুর প্রান্তে ৬৬ পদাতিক ডিভিশন (রংপুর সেনানিবাস) এবং পার্বতীপুর প্রান্তে বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব (খোলাহাটি) সেনানিবাস অবস্থিত। সেনানিবাস দুটির বিভিন্ন ইউনিটের ভারী যানবাহন ও সেনাযান চলাচলে সড়কটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রকল্পটিতে ৪৬.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুর হতে বদরগঞ্জ হয়ে পার্বতীপুর (দিনাজপুর) পর্যন্ত ৩৭.০০ কিলোমিটার রাস্তা আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে প্রশস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় ৩৩.০০ মিটার আরসিসি কালভার্ট, ১টি ১২৬.০০ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাজার অংশে ৬.৯০ কিলোমিটার রাস্তা ৭.৩০ মিটার প্রশস্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রংপুর ও দিনাজপুর জেলার জনসাধারণের একটি বিশাল অংশ এবং সেনাবাহিনীর চলাচলে ব্যাপক সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

ডিভাইডারসহ ৪-লেনে উন্নয়নকৃত ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তর এর সড়ক

রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক

ওয়াজেদ মিয়া সেতু

সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ) - পীরগঞ্জ - নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ওয়াজেদ মিয়া সেতু জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে ২২.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সংক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর এবং দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলা ও হিলি স্থলবন্দরের মধ্যে সড়ক সংযোগ সহজতর হয়েছে। সেতুটি এ অঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে অপরিমেয় অবদান রাখবে।

ওয়াজেদ মিয়া সেতু

এলাসিন সেতু

আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল সড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হলে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর ও ঘিওর উপজেলার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের সাথে সংক্ষিপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সেতুটি নির্মাণের ফলে টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুটি উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে রাজধানী ঢাকায় বাজারজাত করা যাবে।

টাঙ্গাইল জেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর এলাসিন সেতু

চৌফলদন্ডী সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ১৭.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ মূল সেতু এবং এপ্রোচ সড়কের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সড়ক সংযোগ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুটি উদ্বোধন করবেন বলে আশরা করা যাচ্ছে।

চৌফলদন্ডী সেতু, কক্সবাজার

পালপাড়া সেতু

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২৫ মে ২০১২ তারিখ কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিলোমিটারে গোমতী নদীর উপর ১৫০.৬৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১০.২৫ মিটার প্রশস্ত পালপাড়া সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এ সেতুটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটির নির্মাণ স্থলে একটি সরু বেইলী ব্রীজ ছিল,ফলে এখানে নিয়মিত দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হতো। বর্তমানে আরসিসি সেতু নির্মিত হওয়ায় যানজট দূর হয়েছে, ভারী যান চলাচল সম্ভব হচ্ছে এবং কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সাথে জেলা সদরের যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। দুই উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেতুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সেতুটি সহসাই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।

কুমিল্লা-বুড়িচংব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিলোমিটারে পালপাড়া সেতু

বথুয়াবাড়ী সেতু

শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী নামক স্থানে ৩.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪৮.১৪ মিটার দীর্ঘ বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়। ২০১১ সালে বেইলী ব্রীজ অপসারণ করে সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। সেতুর নির্মাণকালে বিকল্প সড়কে ফেরীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলা ও বগুড়ার ধুনট উপজেলার সঙ্গে শেরপুর উপজেলা এবং বগুড়া জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী সেতু

অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত

২০১২-১৩ অর্থবছরে সড়ক সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১১৩৫.৬১ কোটি টাকা। উল্লিখিত অর্থ নিম্নোক্ত উপখাতে বণ্টন করা হয়েছেঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দ
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সড়ক)	৫৫০.০০
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সেতু)	৫০.০০
৪৯৩৬	জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭.০০
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স সড়ক ও সেতু	৪৬৫.৬১
৪৯৩৬	রুটিন মেইনটেন্যান্স	৫৩.০০
মোট		**১১৩৫.৬১**

২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতে গত অর্থবছরের চেয়ে ৪৩০.৭১ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তবে চলমান কাজ সমাপ্ত করতে আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত অর্থে সারাদেশে নিম্নোক্ত কাজগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছেঃ

- ১০৭.৩২ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৬১৬.৭২ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট
- ৮৬০ কিলোমিটার ওভারলে

- ৮২.৮০ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১৭২৫.১৭ কিলোমিটার সীলকোট
- ১০টি সেতু (৪১২ মিটার)ও ১২৩টি কালভার্ট (৫৯৫.৪৩ মিটার) পুনঃনির্মাণ

সড়ক নেটওয়ার্ক সংস্কার ও মেরামত করে বিগত বর্ষাসহ ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা এবং দূর্গাপূজায় সারাদেশের ঘরমুখো জনসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা হয়েছে। বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত।

রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় মেরামতকৃত ভাংগা-বরিশাল মহাসড়ক (মাদারীপুর অংশ)

রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় নির্মিত ঢাকা-রংপুর সড়কে আংরা কালভার্ট

রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ক্রমান্বয়ে সব জাতীয় মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণসহ রোড ডিভাইডার স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ৩১টি, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ১০টি স্থানে রোড ডিভাইডারসহ চারলেনে উন্নীতকরণের কাজ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে চলমান রয়েছে। এছাড়াও নবীনগর-চন্দ্রা, চট্রগ্রাম-হাটহাজারী ও বিভাগীয় শহর রংপুরে রোড ডিভাইডারসহ সড়ক চার লেনে উন্নীত করণের কাজ অগ্রসরমান। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনা প্রবণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ১১টি বাঁক, ১টি ইন্টারসেকশন এবং কেরানীর হাট-বান্দরবান সড়কের ৩টি দুর্ঘটনা প্রবণ বাঁক ডিভাইডারসহ সরলীকরণ ও প্রশস্তকরণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৩টি ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৩টি বাঁক প্রশস্ত ও সরলীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বাঁক সরলীকরণ ও ডিভাইডার স্থাপন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধলেশ্বরী বাঁকে সরলীকরণ ও ডিভাইডার স্থাপন শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহ

তিস্তা সেতু

তিন-সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ ১৫ স্প্যান বিশিষ্ট তিস্তা সেতুটি ১২২.০৯৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। তিস্তা সেতু নির্মাণের ফলে বিভাগীয় শহর রংপুরসহ সারাদেশের সাথে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার যোগাযোগ সুগম হয়েছে। এছাড়া, বুড়িমারী স্থল বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটানের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ জুলাই ২০০১ তারিখ সেতুটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ তিস্তা সেতু যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

তিস্তা সেতু

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাঙ্গু নদীর উপর রুমা ও থানচি সেতু

চিম্বুক-রুমা সড়কে ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু এবং চিম্বুক-থানচি সড়কে ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মোট ৩৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। সেতু দু'টি নির্মাণের ফলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলা ও থানচি উপজেলা সদরের সাথে সারা দেশের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে বান্দরবান জেলার পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে ও জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ বান্দরবান জেলায় রুমা সেতু উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ বান্দরবান জেলায় থানচি সেতু উদ্বোধন করেন

বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস

ঢাকা মহানগরীর বনানী রেলক্রসিং এ সৃষ্ট অসহনীয় যানজট নিরসন করার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ গত মার্চ ২০১০ মাসে ১১২.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০৪ মিটার দীর্ঘ বনানী ওভারপাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ২৫ জানুয়ারী ২০১১ হতে প্রকল্পের কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পূর্বেই ওভারপাসটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, প্রতিদিন বনানী রেলক্রসিং দিয়ে দৈনিক গড়ে ৭২টি ট্রেন চলাচল করে। প্রতিটি ট্রেন অতিক্রমের সময় ৫ থেকে ৭ মিনিট ধরে বনানী রেলক্রসিং এর উভয় পার্শ্বে রেলসিগন্যালে যানবাহনকে অপেক্ষা করতে হত। এতে গুলশান-জাহাঙ্গীর গেইট-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-বিজয় সরণী পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হত। মাঝেমধ্যেই বনানী রেলক্রসিং এ অনাকাংখিত দুর্ঘটনায় মূল্যবান জীবনহানিও ঘটতো। বনানী ওভারপাস নির্মাণের ফলে রেলক্রসিং এর কারণে সৃষ্ট যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও এ স্থানটি দুর্ঘটনা মুক্ত হল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস উদ্বোধন করেন

রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার

ঢাকা মহানগরীর বৃহত্তর মিরপুরবাসীর অসহনীয় যানজট নিরসন এবং স্বল্প সময়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছানোর লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ গত মার্চ ২০১০ মাসে মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে ১৯৯.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৯৩ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ২৫ জানুয়ারী ২০১১ হতে প্রকল্পের কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের ৩ মাস পূর্বেই ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ফ্লাইওভারটি নির্মাণের ফলে মিরপুরবাসী তথা এ রাস্তায় যাতায়াতকারীগণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখ দিয়ে দীর্ঘ ১১ কিলোমিটার রাস্তা পরিহার করে মাত্র ৩ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে বাধাহীনভাবে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বিমানবন্দর সড়কে পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছেন। এছাড়াও ফ্লাইওভারের নীচে নির্মিত সার্ভিস রোড ব্যবহার করে মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডের উভয় পার্শ্বে অতি সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে রাস্তার ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বোধনের সময় এ ফ্লাইওভারটির নতুন নামকরণ করা হয় রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭.০৩.২০১৩ তারিখ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন

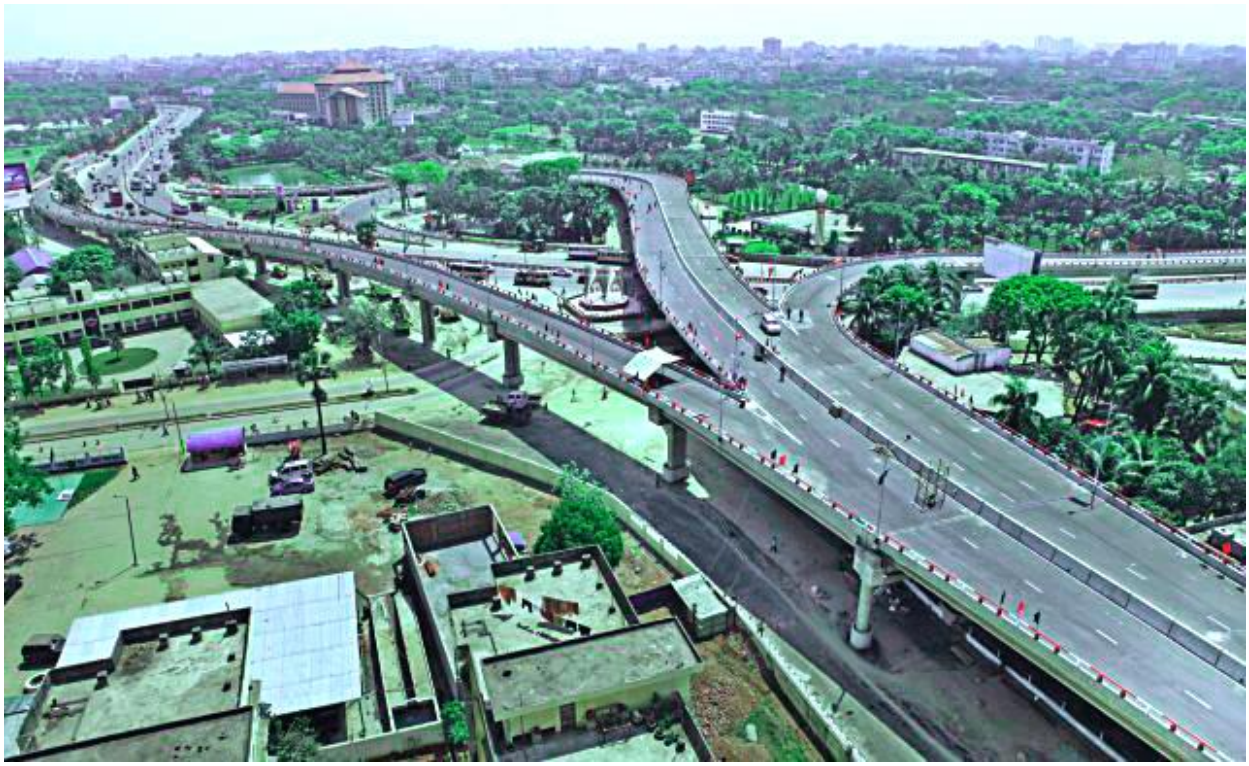

রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার এর আকাশ ভিউ

পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা এবং বোদা-দেবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ এর আওতায় দুটি চুক্তির মাধ্যমে ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (তেঁতুলিয়া বাইপাসসহ) ১৮৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (বোদা বাইপাসসহ) ৮৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এক লেন বিশিষ্ট বোদা-দেবীগঞ্জ জেলাসড়কটিকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুই লেন বিশিষ্ট আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করা হয়েছে। ল্যান্ড লক্‌ড দেশ নেপাল ও ভূটানকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদানে সড়ক দুটি ভূমিকা রাখবে। সড়ক দুটি দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (SASEC) ফোরামের চিহ্নিত সড়ক রুট। নির্মিত এ সড়ক দুটি এশিয়ান

হাইওয়ে-২ এর রুট হিসেবেও বিবেচিত। সড়ক দুটি নির্মিত হওয়ায় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং রাজধানী ঢাকার সাথে বাংলাবান্ধার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরের মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানি ব্যাপক প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সময় ও খরচের সাশ্রয় হচ্ছে।

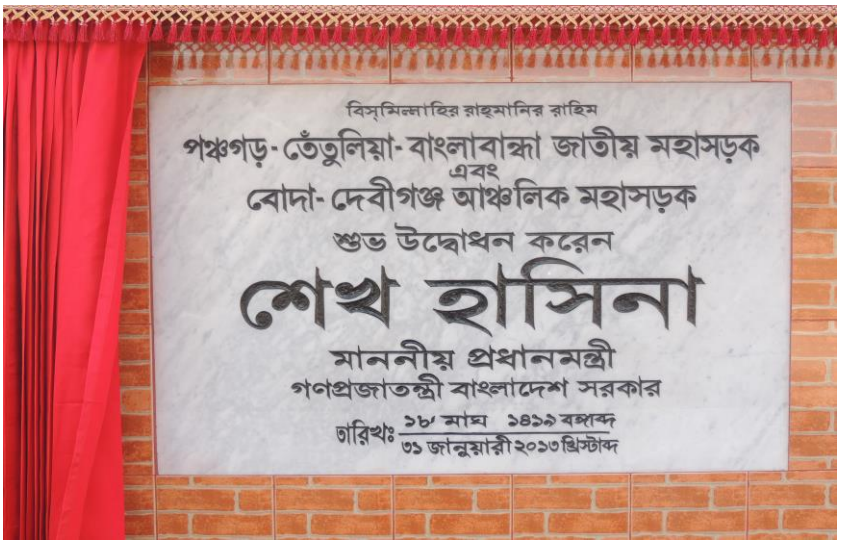

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১.০১.২০১৩ তারিখে পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উদ্বোধন করেন

পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক

বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

সোনতলা সেতু

ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কটি ঢাকা-আরিচা-নগরবাড়ী-বগুড়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং সায়দাবাদ-এনায়েতপুর সড়ককে সংযুক্ত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সোনতলা সেতু এবং উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কের প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য জনগণকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। বর্তমান সরকার ৫৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত করেছে। এছাড়া, উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কটিকে প্রশস্তকরণের মাধ্যমে জেলা সড়ক থেকে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৮১.৩৫ কোটি টাকার একটি পুনর্গঠিত ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ সেতুটি উন্মুক্তকরণের সাথে সাথেই বেলকুচি, এনায়েতপুর, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুরের সাথে পার্শ্ববর্তী পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের সড়ক পথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২.০২.২০১৩ তারিখে সোনতলা সেতু উদ্বোধন করেন

সোনতলা সেতু

শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু

টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী সড়কের ২য় কিলোমিটারে বলেশ্বর নদীর উপর ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ ও ১০ মিটার প্রশস্ত শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু নির্মাণে ৩৬.১৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে ইন্দুরকানী উপজেলার

সাথে পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সে সাথে চরখালী ফেরী হয়ে ঝালকাঠি ও বরিশালের সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯.০৩.২০১৩ তারিখ টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী সড়কে বলেশ্বর নদীর উপর শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু উদ্বোধন করেন

টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী সড়কে বলেশ্বর নদীর উপর শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু

টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী সড়কে বলেশ্বর নদীর উপর শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহ

৭ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু)

ঢাকার সাথে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চাঁদপুরের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপন এবং যাত্রী সাধারণের দ্রুত যাতায়াতের জন্য চীন সরকারের সহায়তায় মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) সহ আরও ৩টি সেতু সেতু (১২৭.০০ দীর্ঘ টেকেরহাট, ৩৭.০০ মিটার দীর্ঘ টুমচর ও ১৫২.০০ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া) নির্মাণ প্রকল্পটি ২৭৫.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৪৩.১১%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২.০৩.২০১৩ তারিখে ৭ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতুর (আচমত আলী খান সেতু) নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৭ম বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতুর (আচমত আলী খান সেতু) অগ্রসরমান নির্মাণ কাজ

পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-পটুয়াখালী সড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে এবং বরিশাল-পটুয়াখালী (এন-৮) সড়ক ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্পটি কুয়েত সরকারের সহায়তায় গ্রহণ করা হয়েছে। পায়রা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুটি নির্মিত হলে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা যাতায়াত সহজ হবে। বাস্তবায়নাধীন এ সেতুর দৈর্ঘ্য ১৪৭০ মিটার। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৩.২৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। সহসাই সেতুর বাস্তব কাজ শুরু করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯.০৩.২০১৩ তারিখে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহ

কাঁচপুর সার্কুলার সড়ক

কাঁচপুর জংশন পয়েন্টে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে কাঁচপুর সেতুর নিচে দিয়ে বিকল্প পথে চলাচলের জন্য ৮৬০ মিটার দীর্ঘ একটি সার্কুলার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম প্রান্ত হতে আগত সিলেটগামী যানবাহনসমূহ জংশনে অপেক্ষা না করে ব্রীজের নীচ দিয়ে সরাসরি সিলেট মহাসড়কে যেতে পারছে। গাড়ীচালকগণ এ সড়কটি আরো ব্যবহার করলে মূল সড়কের যানজট অনেকাংশে কমে যাবে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ কাঁচপুর সার্কুলার সড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটওভার ব্রীজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটওভার ব্রীজ ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী উদ্বোধন করে জনসাধারণের পারাপারের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। উল্লিখিত স্থানে ১টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের জন্য স্থানীয় জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল। ফুটওভার ব্রীজটি নির্মাণের ফলে জনগণ নিরাপদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পারাপার হতে পারছেন।

ফুটওভার ব্রীজ, মোগরাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

শিরনিরটেক গাবতলী সংযোগ সড়কে গাবতলী সেতুর নিচে ইউ-লুপ নির্মাণ

শিরনিরটেক গাবতলী সংযোগ সড়কের গাবতলী সেতুর নিচ দিয়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি ইউ-লুপ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে গাবতলী-সোয়ারীঘাট ও গাবতলী-শিরনিরটেক সড়কের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। গাড়ীচালকগণ এ সড়কটি আরো ব্যবহার করলে মূল সড়কের যানজট অনেকাংশে কমে যাবে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে গাবতলী ইউ-লুপ যানবাহন চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করেন

এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেঘনা সেতু সড়ক এ্যাপ্রোচ, গোমতী সেতু সড়ক এ্যাপ্রোচ, সীতাকুন্ডের বড় দারোগারহাট এবং ঢাকা-আরিচা সড়কের বাথুলীতে স্থাপিত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনসমূহ দীর্ঘ দিন যাবত অচল হয়ে পড়ে ছিল। উক্ত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনসমূহ ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। মোটরযানের এক্সেল লোড কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ ইতোমধ্যে কার্যকর করায় উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সড়কের উপর ওভারলোডেড যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের ময়নামতি পয়েন্টে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে কেরানিরহাট পয়েন্টে এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের জগদীশপুরে (মুক্তিযোদ্ধা চত্বর হবিগঞ্জ) একটি করে পোর্টেবল এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন চালু করা হয়েছে। আরও ৮টি স্থানে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক সীতাকুন্ডে বড় দারোগারহাটে ২ নভেম্বর ২০১২ তারিখ এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন উদ্বোধন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজারে মরিচ্যাবাজারে ৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখ এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন উদ্বোধন

মেঘনা ও গোমতী সেতু পুনর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ১৯৯১ সনে ৯৩০ মিটার দীর্ঘ মেঘনা সেতু এবং ৪২তম কিলোমিটারে ১৯৯৫ সনে ১৪১০ মিটার দীর্ঘ গোমতী সেতু যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু অবিরাম ব্যবহার ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতু দু'টি যান চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বড় ধরণের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ৪৩৬.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মেঘনা ও গোমতী সেতুর হিঞ্জবিয়ারিং ও এক্সপানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপন এবং মেঘনা সেতুর ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নম্বর পিয়ার সংলগ্ন নদীর তলদেশের স্কাউরিং অংশ ভরাট ও রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী গত ১০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ মেঘনা ও গোমতী সেতুর সংস্কার কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এ মেরামত ও সংস্কারের ফলে রুটিন মেরামতের মাধ্যমে সেতু ২টি আগামী ১০ বছর যান চলাচলের উপযোগী থাকবে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১০.০৪.২০১৩ তারিখ মেঘনা সেতুর সংস্কার কাজ উদ্বোধন করেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১০.০৪.২০১৩ তারিখ গোমতী সেতুর সংস্কার ও মেরামত কাজ উদ্বোধন করেন

মিয়াবাজার সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের অবশিষ্ট সড়কাংশ ৪ লেনে প্রশস্থকরণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় মিয়াবাজার নামক স্থানে কাঁকরী নদীর উপর ৪২.৬৮ মিটার দীর্ঘ মিয়াবাজার সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১৫.০৪.২০১৩ তারিখ মিয়াবাজার সেতু উদ্বোধন করেন

সহসাই সমাপ্ত হবে এরকম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর পয়েন্ট হতে ইপিজেড হয়ে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল জাতীয় মহাসড়কের গাজীপুর জেলার চন্দ্রা পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার রাস্তা বিদ্যমান ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ০১.৭.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১৩। প্রকল্পের আওতায় ১৬ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ২টি সেতু, ২৫টি কালভার্ট, ৪টি ফুটওভার ব্রীজ, ১০ কিলোমিটার ড্রেন ফুটপাত এবং ১০ কিলোমিটার সার্ভিস লেইন নির্মাণ নির্ধারিত আছে।

অগ্রগতিঃ

- পেভমেন্ট- ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে ১৬.০০ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)
- সার্ফেসিং- ১৬ কিলোমিটারের এর মধ্যে ১৪.৫০ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (৯০.৬২%)
- সেতু- ২টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)
- কালভার্ট- ২৫টির মধ্যে ২৫টি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)
- ফুটওভার ব্রীজ- ৪টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে (৫০%)
- ড্রেন ফুটপাত- ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ৮ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (৮০%)
- সার্ভিস লেইন- ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ১০ কিলোমিটার (সার্ফেসিং বাদে) সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)
- সার্বিক অগ্রগতিঃ ৯৫%

প্রকল্পটির শতভাগ কাজ অক্টোবর/১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় অসহনীয় যানজট সমস্যার সমাধান হবে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। সেই সাথে পরিবহন ব্যয় ও পরিবহন সময় হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

নির্মাণাধীন নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা ৪-লেন সড়কের উন্নয়ন কাজ

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী নির্মাণাধীন নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা ৪-লেন সড়ক পরিদর্শন করছেন

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

বরিশাল জেলার গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট হয়ে কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ পর্যন্ত সড়ক এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রকল্পটি ১৬৩.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এডিপিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়ায় ২১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৪৭.৮৩ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক এর মধ্যে ৩২.৪৯ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ১৫.৩৪ কিলোমিটার নতুন সড়ক, ৯টি ব্রীজ এবং ২টি কালভার্ট নির্মাণ নির্ধারিত রয়েছে।

অগ্রগতিঃ

- মাটির কাজ - ৪৭.৮৩ কিলোমিটার এর মধ্যে ৪৬ কিলোমিটার সম্পন্ন (৯৬.১৭%)
- সাব-বেইজ - ৪৭.৮৩ কিলোমিটার এর মধ্যে ৪২ কিলোমিটার সম্পন্ন (৮৭.৮১%)
- বেইজ টাইপ ১ - ৪৭.৮৩ কিলোমিটার এর মধ্যে ৪০.৫০ কিলোমিটার সম্পন্ন (৮৪.৬৭%)
- সার্ফেসিং - ৪৭.৮৩ কিলোমিটার এর মধ্যে ৩২.৫০ কিলোমিটার সম্পন্ন (৬৭.৯৫%)
- ব্রীজ - ৯টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন ২টি চলমান
- কালভার্ট - ১২টির মধ্যে ৭টি সম্পন্ন ৫টি চলমান
- সার্বিক অগ্রগতি ৭৫%

প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর/১৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বরিশাল ও গোপালগঞ্জের মধ্যে সড়ক দূরত্ব কমে যাবে। গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর-শরিয়তপুর-চাঁদপুর হয়ে মংলা ও চট্টগ্রাম এর মধ্যকার যোগাযোগ সহজতর হবে যা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কের উন্নয়ন কাজ

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (কাঠি ব্রিজ)

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি)

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা জোন, কুমিল্লা জোন, সিলেট জোন এবং চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের সরু এবং ক্ষতিগ্রস্থ সেতুসমূহ মূলতঃ পুনঃনির্মাণের জন্য ১১৮৭.৫৫ কোটি টাকা (জাইকা ৭০৭.৩২ কোটি টাকা এবং জিওবি ৪৮০.২৩ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ১১৮টি সেতু ও ৩২.৬০ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মিত হবে। জাইকার অর্থায়নে ৩০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের ৬৩টি সেতু এবং জিওবি অর্থায়নে ৩০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ৫৫টি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ৪৭৬২ মিটার। সেতুসমূহ ১৩টি জেলা ও ৩৮টি উপজেলায় অবস্থিত। যে সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সেতুসমূহ নির্মিত হচ্ছে তা হল :

- জিনজিরা-দোহার-শ্রীনগর (সেতুর সংখ্যা ১৩টি)
- টাঙ্গাইল-মধুপুর-জামালপুর (সেতুর সংখ্যা ৭টি)
- কিশোরগঞ্জ-ভৈরব (সেতুর সংখ্যা ৪টি)
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা (সেতুর সংখ্যা ৪টি)
- মাইজদি-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ (সেতুর সংখ্যা ২টি)
- লালমাই-চাঁদপুর-রায়পুর (সেতুর সংখ্যা ৭টি)
- সিলেট-গোপালগঞ্জ-জকিগঞ্জ (সেতুর সংখ্যা ১৫টি)
- সিলেট-সুনামগঞ্জ (সেতুর সংখ্যা ১৪টি)
- কক্সবাজার-টেকনাফ (সেতুর সংখ্যা ১৩টি)
- চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি (সেতুর সংখ্যা ৮টি)
- হাটহাজারি-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি (সেতুর সংখ্যা ২১টি)
- পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী সড়ক (সেতুর সংখ্যা ১০টি)

সেতুসমূহ সরু/ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে অনেকস্থানে যানজট, দুর্ঘটনা সৃষ্টিসহ দীর্ঘকাল যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম জোন তথা দেশের পূর্বাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

অগ্রগতি

- ২০টি সেতু ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে
- ৩৩টি সেতুর সাবস্ট্রাকচার নির্মাণ শেষ হয়েছে
- সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কে জাওয়া সেতুর দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- চট্টগ্রাম জোনে জাইকা অর্থায়নে নির্মিতব্য ১৮টি সেতুর মধ্যে ১৪টির কাজ শুরু হয়েছে।
- অবশিষ্ট ৩৮টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৫%।

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় নির্মিত কুমিল্লা-ময়নামতি-সরাইল সড়কে চাতুরা শরীফ সেতু

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতী সেতু) নির্মাণ

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটার-এ মধুমতি নদীর উপর শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি ৭২.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭টি স্প্যান বিশিষ্ট সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৯১.৪৯১ মিটার। সেতুটির মাঝের স্প্যানে ১০১.০৩৫ মিটার দীর্ঘ স্টীল ট্রাস স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

অগ্রগতিঃ

- পাইল- ১৪৪টির মধ্যে ১৪৪টি সম্পন্ন হয়েছে
- এবার্টমেন্ট- ২টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে
- পাইয়ার- ক্যাপ ৬টির মধ্যে ৬টি সম্পন্ন হয়েছে
- গার্ডার- ৩০টির মধ্যে ২০টি সম্পন্ন হয়েছে
- সার্বিক অগ্রগতিঃ ৬৭%।

সেতুটি নির্মিত হলে পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলার কয়েকটি দুর্গম এলাকার জনগণ গোপালগঞ্জ ও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সহজে যাতায়াত করতে পারবে।

শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতী সেতু) -এর নির্মাণ কাজ

জোনভিত্তিক জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সমগ্র দেশের জেলা সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮টি জোনাল জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ৮টি প্রকল্পে সর্বমোট ২৪২টি জেলা সড়ক নির্মাণ/উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। ৮টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০১৮.৩৭ কোটি টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রদত্ত কার্যাদেশের বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে রংপুর জোন, চট্টগ্রাম জোন এবং সিলেট জোনের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পগুলো সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য জোনের প্রকল্পগুলোর কাজ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দের স্বল্পতায় বিল পরিশোধ করতে না পারায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন মহাসড়ক ও সড়কসমূহে মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (দৈর্ঘ্য ৫৮৫২.৪৫ মিটার) অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ২৪টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৪টি সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় যাদুরচর-মাদারটিলা সড়কে-যাদুরচর সেতু (২২.৫০ মিটার) এবং কুমিল্লা শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর টিক্কারচর সেতু (২১৮.০৬ মিটার) যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সমাপ্ত সেতুর অবস্থানসহ বিবরণী

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য মিটার	সড়কের নাম
১	নরসিংদী	আড়িয়াল খাঁ সেতু	২৬০.৫৯	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়ক (আর-২১২)
২	মানিকগঞ্জ	সাহেলী সেতু	৩২.৭৫	আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়ক (আর-৫০৬)
৩	শেরপুর	পাপিয়াঝুরি সেত	৩২.৭৫	নালিতাবাড়ী-পাপিয়াঝুরি বেইলী সেতু পর্যন্ত সড়ক (জেড-৪৬১৯)
৪	টাঙ্গাইল	ঝিনাই সেতু	৮৭.৮৪	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল-ভূয়াপুর সড়ক (ঘাটাইল-ভূয়াপুর অংশ) (জেড-৩০৩৭)
৫	নেত্রকোনা	কলাতলী সেতু	৩৬.৬০	সূসং-দূর্গাপুর-বিরিশিরি-পূর্বধলা-শ্যামগঞ্জ সড়কে ১৯/১ (জেড-৩৭০৪)
৬	কুমিল্লা	টিক্কারচর সেতু	২১৮.০৬	কুমিল্লা শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	স্বল্পা সেতু	৪২.৬৮	ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর সড়ক (জেড-১০৪২)
৮	নোয়াখালী	২য় বেগমগঞ্জ সেতু	৪২.৬৮	ফেনী- নোয়াখালী সড়ক (এন-১০৪)
৯	সিলেট	সদাখাল সেতু	১৪৮.৬৮	রাজনগর কূলাউড়া-জুড়ী -বড়লেখা-বিয়ানীবাজার -শেওলা-চারখাই সড়ক (চারখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বরইগ্রাম অংশ) (আর-২৮১)
১০	হবিগঞ্জ	কাগাপাশা সেতু	৯৩.০২	বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়কে ১০/১ (জেড-২৪০৫)
১১	হবিগঞ্জ	আউশকান্দি সেতু (উজিরপুর সেতু)	২৪.৪০	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) সড়ক (আর-২৪০)
১২	হবিগঞ্জ	আউশকান্দি সেতু	২৪.৪০	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) সড়ক (আর-২৪০)
১৩	চট্রগ্রাম	শিলক সেতু	১১৮.৭৬	হাজী সৈয়দ আলী সরফ ভাটা সড়ক
১৪	নবাবগঞ্জ	মকরমপুর সেতু	৩৭২.৫৪	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প সড়ক (জেড-৬৮০৫)
১৫	পাবনা	বেইলী সেতু	১৩৪.১৮	বাঁধেরহাট-কাজিরহাট-নতিবপুর সড়কে মরা পদ্মা নদীর উপর (এন-৫০৫)
১৬	লালমনিরহাট	ভেটেশ্বর সেতু	৩৭.২৫	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট সড়কে ভেটেশ্বর নদীর উপর।
১৭	কুড়িগ্রাম	যাদুরচর সেতু	২২.৫০	যাদুরচর-মাদারটিলা সড়ক ।
১৮	বাগেরহাট	রায়েন্দা সেতু	ক) ব্রীজ= ৯৩.০২ খ) কালভার্ট ১মিটার গ) অন্ডার পাস ৬মিটার	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-সরণখোলা-বগি সড়ক (জেড-৭৭০২)।
১৯	বরিশাল	পয়সারহাট সেতু	পয়সারহাট সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট সড়ক (জেড-৮০৩১)।
২০	বরিশাল	তালতলী সেতু	তালতলী সেতু	বরিশাল (তালতলী)-সায়েস্তাবাদ-ফকিরাবাড়ী সড়ক (জেড-৮০৪০)।
২১	বরিশাল	রথখোলা সেতু	রথখোলা সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে সড়ক (বরিশাল অংশ) (জেড-৮০৩১)।
২২	বরিশাল	আগৈলঝাড়া সেতু	আগৈলঝাড়া সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে সড়ক (বরিশাল অংশ) (জেড-৮০৩১)।
২৩	ঝালকাঠি	নবগ্রাম সেতু	৬২.৪১	ঝালকাঠি-নবগ্রাম-গাভা-একশারাপাড়া সড়ক (জেড-৮৭০৪)।
২৪	মাদারীপুর	শেখপুর সেতু	১৬১.৬৪	পাঁচচর-শিবচর-মাদারীপুর সড়ক (জেড-৮০১১)।

কার্যক্রম চলমান সেতুগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ বিবরণী

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সড়কের নাম	বাস্তবায়ন অবস্থা
১	গাজীপুর	রাজাবাড়ী সেতু	৬২.৫০	সালনা-কাপাসিয়া-রাজেন্দ্রপুর সড়ক (আর-৩১২)	কাজটি চলমান। ৫টি গার্ডারের মধ্যে ৩টি সমাপ্ত।
২	নরসিংদী	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সেতু	১৫৫.৪৩	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়ক (আর-২১২)	মূল সেতু সমাপ্ত। রেলিং ও সড়ক বাঁধের কাজ চলমান

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সড়কের নাম	বাস্তবায়ন অবস্থা
৩	মানিকগঞ্জ	নলাম সেতু	৯৩.৭৩	নলাম-শিমুলিয়া সড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য নতুন দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
৪	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গিবাড়ী সেতু	৩২.৭৫	ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া সড়ক (আর-৮১২)	পুন: দরপত্র আহ্বানপূর্বক কাজটি চলমান। ১৫টি গার্ডারের মধ্যে ১০টি সমাপ্ত এবং ৩টি স্ল্যাবের মধ্যে ১টি সমাপ্ত
৫	টাঙ্গাইল	বংশাই সেতু	১৪৮.৬৮	কালিহাতী-রতনগঞ্জ-সখিপুর সড়ক (জেড-৪০১৬)	মূল সেতু সমাপ্ত। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
৬	সিলেট	২য় কুড়া সেতু	১১১.৩২	গোলাপগঞ্জ-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর সড়ক (আর-২৫১)	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়কের জন্য ভুমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
৭	সিলেট	চন্দরপুর সেতু	ক) ব্রীজ= ২৪৭.৭৫ খ) কালভার্ট ৫টি=১৫মিটার গ) আন্ডারপাস ২টি=১৮মিটার	ঢাকাদক্ষিণ -চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার সড়ক	ভূমি অধিগ্রহন সমাপ্ত।
৮	সুনামগঞ্জ	সুনই সেতু	১৮৬.০৬	ধর্মপাশা- মধ্যনগর সড়ক (জেড-২৮০৫)	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়কের কাজ চলমান, সাববেইজ পর্যন্ত সমাপ্ত।
৯	দোহাজারী	খোদারহাট সেতু	৩৪৮.১২	ফুলতলী-কাঞ্চনা-খোদারহাট সড়ক	বাস্তব কাজ ৫৫% সমাপ্ত। ৩২টি গার্ডারের মধ্যে ১৮টি সমাপ্ত এবং ৮টি স্ল্যাবের মধ্যে ৪টি সমাপ্ত।
১০	কক্সবাজার	চৌফলদন্ডী সেতু	৩৪৬.৭৬	খুরস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়ক (জেড-১১৩২)।	মূল সেতু সমাপ্ত। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। সংযোগ সড়কের কাজ চলমান।
১১	কক্সবাজার	বাটাখালী সেতু	১৭৩.৭২	চকরিয়া-বদরখালী সড়ক (আর-১৭২)	
১২	কক্সবাজার	কাটাফাঁড়ি সেতু	৭৫.৯৫	একতাবাজার-পহরবাঁদা-পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট সড়ক (জেড-১১২৫)	পুন:দরপত্র আহবান করা হয়েছে। E.R. অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
১৩	রাজশাহী	মুরগাদহ সেতু	৩৭.৮০	পুঠিয়া-বাগমারা সড়ক (জেড-৬০০৪)	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়কের পেভমেন্টর কাজ চলমান। স্থানীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোগ সড়কের কাজ শুরু করা হয়েছে। ভুমি অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
১৪	রাজশাহী	দূর্গাপুর সেতু	৪২.৬৮	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর সড়ক (জেড-৬০০৫)	চলমান। সকল গার্ডারের কাজ শেষ, ক্রস গার্ডারের কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নাই।
১৫	নাটোর	চাঁচকৈড় সেতু	১২৪.২৮	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর সড়ক (জেড-৬০১৫)	মূল সেতু সমাপ্ত। এপ্রোচ সড়কের মাটির কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নাই।
১৬	লালমনিরহাট	সাবরিখান সেতু	৯১.৯৫	কুলাঘাটস্থ রত্নাই নদীর উপর	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়কের পেভমেন্টর কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত।
১৭	লালমনিরহাট	স্বতী সেতু	৫৬.২১	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট সড়কে স্বতী নদীর উপর	সংযোগ সড়কের মাটির কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত।
১৮	গাইবান্ধা	মেলান্দহ সেতু	ক) ব্রীজ= ২৯২.৩৮ খ) এ্যাপ্রোচে ১টি ব্রীজ= ৩০.৫০মিটার	বোনার পাড়া-জুম্মারবাড়ী-সোনাতলা সড়ক	চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত।
১৯	গাইবান্ধা	সোনাতলা সেতু	ক) ব্রীজ= ৭৪.৭২ ক) আন্ডারপাস ১টি=৬.১০ মিটার	বোনার পাড়া-উল্লা সোনাতলা সড়ক	৩টি স্প্যানের মধ্যে ২টি সমাপ্ত। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
২০	গাইবান্ধা	ঘাঘট সেতু	৯৯.১০	সাদুল্যাপুর-লক্ষীপুর সড়ক।	৩টি স্প্যানের মধ্যে ১টি সমাপ্ত। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
২১	গাইবান্ধা	খুলসী সেতু	৪০.৩৫	গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫৮৫) ।	২টি স্প্যানের মধ্যে ১টি স্প্যানের ৫টি গার্ডার সমাপ্ত। ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সড়কের নাম	বাস্তবায়ন অবস্থা
২২	নীলফামারী	খোকশারঘাট সেতু	১০৭ মিটার	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা সড়কের দিনাজপুর অংশে (জেড-৫০৫৪)।	চলমান। ৫টি স্প্যানের মধ্যে ২টি শেষ। ৩য় স্প্যানের গার্ডারের কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত।
২৩	খুলনা	শোলগাতী সেতু	৯০ মিটার	দৌলতপুর-শাহপুর-শোলগাতী-চুকনগর সড়ক।	৩টি স্প্যানের সকল গার্ডারের কাজ শেষ।
২৪	বাগেরহাট	কচুয়া সেতু	ক)ব্রীজ= ১১১.৩২ খ) কালভার্ট ২টি=৫মিটার গ) আন্ডারপাস ১টি=৬মিটার	নাজিরপুর -কচুয়া সড়ক (জেড-৭৭১৬)।	মূল সেতু সমাপ্ত। সংযোগ সড়কের কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত।

অসমাপ্ত সেতু সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পয়সারহাট সেতু

অসমাপ্ত সেতু সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মকরমপুর সেতু, নবাবগঞ্জ

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২ লেন সড়ককে ৩১৯০.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পে ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণ ছাড়াও ১টি ফ্লাইওভার, ২৩ টি সেতু, ২৪৪ টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস (৩২.১৩৭ কিলোমিটার), ৩৩টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ, ২টি (৩৪ মিটার) আন্ডারপাস, ৬১টি বাস স্টপেজ নির্মাণ করা হবে।

অগ্রগতিঃ

- মাটির কাজ-৮৯.০০%
- সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ৭২.৮০ কিলোমিটার
- বেইস কোর্স ২২.৬০ কিলোমিটার
- বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ১৭.৪০ কিলোমিটার
- ২৩টি সেতুর মধ্যে ১৩টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট সেতুর কাজ চলমান
- ২৪৪টি কালভার্টের মধ্যে ২২৮টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট ১৬টি কালভার্ট এর কাজ চলমান
- সার্বিক অগ্রগতি: ৩৬.০৪%।

ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৩টি রেল ওভারপাসের মধ্যে যথাক্রমে ফেনী (অগ্রগতি ১০%) ও কুমিল্লা (অগ্রগতি ২২%) রেল ওভারপাসের কাজ চলমান আছে এবং চট্টগ্রাম রেল ওভারপাসের নির্মাণ কাজ সহসাই শুরু হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সড়ক সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকায় ১৩টি স্কুল, ৬টি মসজিদ, ২টি মন্দির ও ৪টি কবরস্থান স্থানান্তর করা হয়েছে এবং পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক পথে যোগাযোগ সহজ, দ্রুত, যানজটমুক্ত ও উন্নততর হবে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কার্পেটিং কাজের উদ্বোধন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র

নতুন নির্মিত ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪-লেন সড়ক

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৮.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ৯৯২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত প্যাকেজ-১ (জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-২ (রাজেন্দ্রপুর হতে নয়নপুর পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার) এর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সম্প্রতি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্যাকেজ-৩ (নয়নপুর (মাওনা) থেকে রায়মনি পর্যন্ত ২৯.৬০ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-৪ (রায়মনি থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ২৭.৩২৯ কিলোমিটার) সড়ক নির্মাণ কাজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। প্যাকেজ-৩ ও প্যাকেজ-৪ এর আওতায় ৫৬.৯৩ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ৫টি সেতু, ৯৬টি কালভার্ট ও পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারের জন্য ৩টি স্টীল ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। প্যাকেজ-৩ এর বাস্তব অগ্রগতি ২১.৪০% এবং প্যাকেজ-৪ এর বাস্তব অগ্রগতি ২৬.৪০%।

অগ্রগতিঃ

- সড়কবাঁধ: ৩২.২০ কিলোমিটার
- সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ২৩ কিলোমিটার
- বেইস কোর্স ১০.৫০ কিলোমিটার
- বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ৮.৭০ কিলোমিটার
- ৫টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান (অগ্রগতি ৭৭%)
- ৯৮টি কালভার্টের মধ্যে ৫৮টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কালভার্ট এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সার্বিক অগ্রগতি: ২৫.৩৭%।

এই প্রকল্প শেষ হলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট এর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, যাতায়াত ত্বরান্বিত ও নিরাপদ হবে এবং প্রকল্প এলাকার কৃষি পণ্য ও শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্রুত পরিবহণের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এতদঅঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজ পরিদর্শন

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র (বানার ব্রিজ)

ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর আওতায় ৫০টি ফেরিঘাট (পরিশিষ্ট-ক) ও ১৩১টি ফেরি এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। উক্ত ফেরিঘাট ও ফেরিগুলোর অধিকাংশই বহু বছরের পুরাতন হওয়ায় এগুলোর পুনঃ নির্মাণ এবং মেরামত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এছাড়াও কয়েকটি নতুন ফেরি ও পন্টুনের প্রয়োজন থাকায় সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই/১২ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫১টি ফেরি ও ৩১টি পন্টুন পুনঃ নির্মাণ করা হবে। ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ করা হবে। ১৭টি নতুন ইঞ্জিন প্রোপালশন ইউনিটসহ সংগ্রহ করা হবে এবং ১৫টি ইঞ্জিন ওভার হোলিং করা হবে। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের আহ্বানকৃত দরপত্র অনুমোদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সওজ অধিদপ্তর এর ফেরি সার্ভিসের মান যথেষ্ট উন্নত হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিচালিত ফেরী ও পন্টুন

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (BRT) প্রকল্প

বাংলাদেশে এই প্রথম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit (BRT) সড়ক নির্মিত হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ১৫.৫ কিলোমিটার At Grade বিআরটি সড়ক, ৪.৫ কিলোমিটার Elevated বিআরটি সড়ক, ৮ লেন টঙ্গি সেতু নির্মাণ, ৭টি ফ্লাইওভার, ৩১টি স্টেশন, ৫০টি আর্টিকুলেটেড এসি বাস ক্রয়, সড়কের দু'পাশে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেইন নির্মাণ (High capacity drain), ১৪১টি সংযোগ সড়ক, ১টি বিআরটি বাস ডিপো এবং এয়ারপোর্টে পিপিপি ভিত্তিতে মাল্টিমোডাল হাব নির্মিত হবে। অত্যাধুনিক GPS ভিত্তিক Intelligent Transport System (ITS) এর সহায়তায় কন্ট্রোল টাওয়ার এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিআরটি সিস্টেম Real Time এ পরিচালনা করা হবে। উন্নত বিশ্বের ন্যায় ইলেকট্রনিক টিকেট ও ইলেকট্রনিক যাত্রী ইনফরমেশনসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে স্টেশন নির্মিত হবে। বর্ণিত বিআরটি সিস্টেমে পিক আওয়ারে ঘন্টায় প্রতি লেনে প্রতি দিকে ২০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। প্রতি ৩ মিনিট পরপর বিআরটি বাস চলাচল করবে। গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াতের বর্তমান সময় অর্ধেকে নেমে আসবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যানজট নিরসনে পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

জিওবি খাতে ৩৮৯.১৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৬৫০.৬৯ কোটি টাকা মোট ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি ২০ নভেম্বর ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি সওজ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এলজিইডি কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে। সওজ অধিদপ্তর লিড সংস্থা হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

ADB এবং GEF এর সাথে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এবং AFD'র সাথে ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ৩টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। মে ২০১৩ হতে প্রকল্পে নিয়োজিত ডিজাইন কনসালটেন্ট ডিজাইনের কাজ শুরু করেছে। BRT System পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গত ১ জুলাই ২০১৩ তারিখে শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন Dhaka BRT নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় গাজীপুরে বিটিসিএল এর ৫ একর জায়গায় একটি বাস ডিপো স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্প

South Asian Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্পটি ২৩.০৪.২০১৩ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ২৭৮৮.৪৬ কোটি টাকা (জিওবি ৯৪৪.৭৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৮৪৩.৬৮ কোটি টাকা)। দাতা সংস্থা ADB, OFID ও OCED এর সাথে ঋণ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। Technical Assistance for Subregional Road Transport Project Preparatory Facility শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অধীন প্রকল্পটির Design প্রায় চুড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলঃ

- ৭০ কিলোমিটার জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক নির্মাণ। এ নির্মাণ কাজের আওতায় ৩৭.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজ, ৭০ কিলোমিটার পেভমেন্ট, ২৭টি (১৯২৪.৭০ মিটার) সেতু, ৫টি (৩১০০ মিটার) ফ্লাইওভার/ওভারপাস এবং ৬০টি (৩৯২.৫ মিটার) কালভার্ট নির্মাণ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় আধুনিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণার্থে যন্ত্রপাতি ও পরামর্শক সেবার সংস্থান; এবং
- ৪-লেন সড়কের অতিরিক্ত ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য আলাদা লেনের সংস্থান।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-২ (বাংলাবান্ধা-হাটিকুমরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল) এবং সার্ক হাইওয়ে করিডর-৪ (কাঠমান্ডু-কাঁকরভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা-চট্টগ্রাম) ও করিডর-৮ (থিম্পু-ফুনসোলিং-জয়গাঁও-বুড়িমারি-রংপুর-মংলা-চট্টগ্রাম) এর অংশ হবে।

দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে যাতায়াতকারী ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক ভলিউমের বিষয়টি বিবেচনা করে বিদ্যমান ৩টি সেতু সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ৪ লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে জাইকার সহায়তায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে এ প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৪৮৬.৯৩ কোটি টাকা (তন্মধ্যে জাইকার সহায়তা ৬৪২৯.২৮ কোটি টাকা এবং জিওবি ২০৫৭.৬৪ কোটি টাকা)। প্রকল্পটি গত ২৩.০৪.২০১৩ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ গুরুত্বপূর্ণ সেতু তিনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- কাঁচপুর ২য় সেতুঃ ৩৯৬.৫০ মিটার সেতু, ৭০৩.৫০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- মেঘনা ২য় সেতুঃ ৯৩০ মিটার সেতু, ৮৭০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- গোমতী ২য় সেতুঃ ১৪১০ মিটার সেতু , ১০১০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর সংস্কার ও পুনর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে লক্ষ্যে ৯৭.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis শীর্ষক প্রকল্পটি ০৪.০৪.২০১৩ তারিখ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মার্চ ২০১৩ হতে আগস্ট ২০১৬ মেয়াদে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। এ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ৪টি বিকল্প রুট বা option এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য রুট নির্বাচন করতঃ উক্ত রুট এর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হবে। ফলে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ ও ব্যয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বিকল্প রুট /অপশন গুলো হল-

- At-grade alignment along a new right of way
- Elevated alignment within the ROW of the national highway
- At-grade and elevated alignment along the national highway
- Elevated alignment in a new ROW.

প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় ভারত, নেপাল ও ভুটান কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার শুরু হলে এই করিডোরে পরিবহন চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০১৬ সাল নাগাদ এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এতদঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক অবদান রাখবে। পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপ্রারেটরী ফ্যাসিলিটি প্রকল্প

টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপ্রারেটরী ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় ৮৬.৩৫কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে এডিবি সহায়তায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক (১৭৮৬ কিলোমিটার) ৪ লেনে উন্নীতকরণের ও ২টি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাপূর্বক ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলছে। এগুলো হলঃ

- জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-হাটিকুমরুল সড়কাংশ (এন-৪ এবং এন-৪০৫) - ১১০ কিলোমিটার
- ফরিদপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা সড়কাংশ (এন-৮) - ২৩৬ কিলোমিটার
- ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা সড়কাংশ (এন-৮) -৬০ কিলোমিটার
- হাটিকুমরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ১৫৭ কিলোমিটার
- খুলনা-মংলা সড়ক (দ্বিগরাজ-মংলা ফেরীঘাট সংযোগ সড়কসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণ- ৪৮ কিলোমিটার
- রংপুর-তিস্তা-লালমনিরহাট সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ১৩৮ কিলোমিটার

- সোনামসজিদ-রাজশাহী-হাটিকুমরুল সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ২০৫ কিলোমিটার
- দরখার-আখাউড়া সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ১৩ কিলোমিটার
- কুমিল্লা -ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ৮৫ কিলোমিটার
- দৌলতদিয়া-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ২২২ কিলোমিটার
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক (এন-১) ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ২২৫ কিলোমিটার
- ঢাকা (কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল সড়ক (এন২) ৪-লেনে উন্নীতকরণ - ২৮৬ কিলোমিটার
- খুলনা-মংলা সড়কের মংলা নদীর উপর সেতু নির্মাণ - ১ কিলোমিটার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ ২য় পর্যায় (ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) সড়ক (সংশোধিত) প্রকল্প

কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত অপূর্ব নৈসর্গিক শোভামন্ডিত পৃথিবীর দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকতের জন্য গর্বিত বাংলাদেশ। সমূদ্রের আগ্রাসী ঢেউয়ের আঘাতে হুমকির মুখে অপার সম্ভাবনার আধার এ সমুদ্র সৈকত। নয়নাভিরাম এ সৈকত রক্ষার জন্য কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ ২য় পর্যায় (ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) সড়ক (সংশোধিত) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইনানী থেকে সীলখালী পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত সড়ক এ প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্পটি ১৬৯.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এডিপিভুক্ত হয়। ৪৭০.১৯ কোটি টাকা পুনঃব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৯টি আরসিসি ব্রীজ, ২৬টি আরসিসি কালভার্ট, ৩২টি পাইপ কালভার্ট এবং রক্ষাপ্রদ কাজ নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায় (কলাতলী থেকে ইনানী পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার) এর কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এতদসংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালন করছে।

অগ্রগতিঃ

(১) সড়ক বাঁধ- ১০.৬২ লক্ষ ঘন মিটার এর মধ্যে- ৭.২৪ লক্ষ ঘন মিটার সম্পন্ন (৬৮.১৯%)
(২) ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট - ২৩.৫২ কিলোমিটারের মধ্যে ৭.৯৮কিলোমিটার সম্পন্ন (৩৩.৯৩%)
(৩) কার্পেটিং/সিলকোট সার্ফেসিং-২৩.৫১ কিলোমিটারের মধ্যে ৭.২৪ কিলোমিটার সম্পন্ন (৩০.৭৮%)
(৪) আরসিসি সেতু -১০টির মধ্যে ৪টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টির কাজ চলমান রয়েছে (৪১.৩৯%)
(৫) আরসিসি কালভার্ট -২৬টির মধ্যে ৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬টির কাজ চলমান রয়েছে (৩৬.৪৮%)
(৬) রক্ষাপ্রদ কাজ-
    (ক) ১১২৫ মিটার জিও টেক্সটাইল ও সিসি ব্লক/সাগর তীরের রক্ষাপ্রদ কাজ এর মধ্যে ৮৮৮.৭৫ মিটার সম্পন্ন (৭৯%)
    (খ) ১.৪ লক্ষ বর্গ মিটার টার্ফিং কাজের মধ্যে ১.৩৭ লক্ষ বর্গ মিটার কাজ সম্পন্ন (৯৭.৭৪%)
(৭) সার্বিক অগ্রগতি- ৪২.৯৭%

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে প্রকল্প এলাকায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এটি জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ এর রক্ষাপ্রদ কাজ

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ সড়ক পরিদর্শন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬টি সড়ক ২৮৩.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করছে। প্রকল্পটির আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছেঃ

- চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়ক
- দীঘিনালা-ছোট মেরুং-লংগদু সড়ক

- খাগড়াছড়ি-বাঘাইহাট সড়ক।

নিমোক্ত ৩টি সড়কের কাজ চলমান আছে

- বাঙ্গাল হালিয়া-রাজস্থলি সড়ক
- রাঙ্গামাটি-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সড়ক
- আলীকদম-থানচি সড়ক

চলমান সড়কের বাকি কাজ ডিপিপি সংশোধন করে সম্পন্ন করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ (আলীকদম-থানচী সড়ক)

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত W1-I প্যাকেজে জয়দেবপুর থেকে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার ও W1-II প্যাকেজে রাজেন্দ্রপুর থেকে মাওনা পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং রাস্তাটি দ্রুত নির্মাণের স্বার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ প্যাকেজ ২টি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই প্যাকেজ ২টির কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করেছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্যাকেজ-১ ও প্যাকেজ-২ এর কাজ পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

Upcoming প্রকল্প

ইম্প্রুভমেন্ট অফ ব্ল্যাক স্পট অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ

Accident Research Institute (ARI) ও Roads & Highways কর্তৃক নির্ধারিত মোট ২২৭টি (২০৯ + ১৮) Black Spot এর মধ্য হতে ২৫টি Black Spot-এ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হতে Counter Measure প্রদান করা হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০টি এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন প্রকল্পে ৩১টি মোট ৪১টি Black Spot সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে Address করা হচ্ছে। বাকী ১৬১টি Black Spot এর Counter Measure/ Intervention এর জন্য ১৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে **ইম্প্রুভমেন্ট অফ ব্ল্যাক স্পট অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ শীর্ষক প্রকল্পের** DPP প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার সহায়তায় ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ২০০টি সেতু (৯০০০ মিটার) নির্মাণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে জাইকার সাথে MoD (Minutes of Discussion) স্বাক্ষর হয়েছে। অচিরেই জাইকা কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Fesibility Study শুরু করবে।

ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়কের সংযোগ স্থলে ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-বাইপাস জাতীয় মহাসড়কের সংযোগ স্থলে ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ এর জন্য ২৫১.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ণ করা হয়েছে। ডিপিপি এর উপর ১২.০৮.২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য হবে ৫৯৫.৫৬ মিটার এবং বাস্তবায়নকাল ০১.০৭.২০১৩ হতে ৩০.০৬.২০১৫।

মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ

গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর উপর (ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল সড়ক) কালনা সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী সেতুটির আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৬৮০ মিটার এবং এপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য ৭.৫০ কিলোমিটার। কালনা সেতু নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭১.২৬ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১.০৭.২০১৩ হতে ৩০.০৬.২০১৫।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেতুর প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ধারণের লক্ষ্যে Hydrology & Morphology Study এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। Hydrology & Morphology Study করে সেতুর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হবে এবং সে নিরিখে প্রয়োজনে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের মধ্যে সওজ অধিদপ্তরের ৫২টি প্রকল্প রয়েছে। তম্মধ্যে ১৪টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে, ৪টি প্রকল্পের কাজ আংশিকভাবে চলমান এবং কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প সমীক্ষাধীন রয়েছে। (পরিশিষ্ট-খ)। পরিকল্পনা কমিশনে ১২টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ১৭টি ডিপিপি [১১টি+৬টি আংশিক] প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)। তম্মধ্যে ৬টি ডিপিপি ৬টি প্রতিশ্রুতির অংশ বিশেষ। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা বাইপাস সড়ককে পিপিপির আওতায় ৪-লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি সেলে প্রক্রিয়াধীন আছে। সড়ক বিভাগে প্রক্রিয়াধীন ২টি এবং গাজীপুর জেলার জন্য ১টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অন্যদিকে, ২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রথমে বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করে উক্ত বাধেঁর উপর সড়ক নির্মাণ করতে হবে যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে ইতোমধ্যে অবহিত করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলমান [১৪টি+৪টি (আংশিক)] প্রকল্পগুলো বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিবিধ

এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন

ইতোমধ্যে সারা দেশে নিম্নে বর্ণিত ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন কার্যকর করা হয়েছেঃ

- ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাথুলী এলাকা, মানিকগঞ্জ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু এলাকা, নারায়ণগঞ্জ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গোমতী সেতু এলাকা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
- ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউসকান্দি এলাকা, হবিগঞ্জ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুন্ড এলাকা, চট্টগ্রাম
- ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়কের ময়নামতি এলাকা, কুমিল্লা
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কেরানীহাট এলাকা, চট্টগ্রাম
- ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের জগদীশপুর এলাকা, হবিগঞ্জ

মোটরযানের এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী এক্সেললোড স্টেশনগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত আরও ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি পোর্টেবল ওয়েস্কেল সংগ্রহের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আগামী নভেম্বর ২০১৩ মাসের মধ্যে স্কেলসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ভোগরা, গাজীপুর
- দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-যশোর-খুলনা-মংলা মহাসড়কের নওয়াপাড়া, যশোর
- পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়কের পঞ্চগড়
- বুড়িমারী-লালমনিরহাট জাতীয় মহাসড়কের বড়খাতা, লালমনিরহাট
- নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদীঘি সড়কের কয়লাবাড়ি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের বেনাপোল, যশোর
- ঢাকা-উথুলি-কাশীনাথপুর-বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের মহাস্থানগড়, বগুড়া
- সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জের খাগাইল, সিলেট

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নবর্ণিত ১৩টি সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

1. Construction of Dhaka-Chittagong Expressway
2. Upgrading of Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur (Dhaka Bypass) Road into 4 lane
3. Dhaka Eastern Bypass (Demra-Tongi) 4 lane Road
4. Construction of Dhaka Western Bypass (Kodda-Baliarpur-Ruhitpur-Bourvita-Mukterpur)
5. Construction of Bourvita-Fatullah-Madanpur 4 lane Road
6. Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road into 4 lane
7. Development of Mynamati-B.Baria Sarail-Akhaura Road to 4 lane
8. Elevated Expressway from Oxygen Morh to Hathazari, Chittagong
9. Development of Jhenaidah-Jessore-Khulna-Mongla Highway to 4 Lane
10. Upgrading of Jatrabari-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road into 4 lane
11. Upgrading of Dhaka-Sylhet-Tamabil road into 4-Lane
12. Construction of Multi-Modal Hub Terminal at Shah Jalal International Airport
13. Construction of Sylhet- Bholagonj Road

উল্লিখিত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন পিপিপি অফিস কর্তৃক নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প ৪টির অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম একসেস কন্ট্রোল/এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

গত ১৩.০৩.২০১৩ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন কর হয়। এ প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডিজাইন চুড়ান্ত করে পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রণয়নের জন্য এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ০৩.০৪.২০১৩ তারিখে এডিবির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ৯৭৮৭.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি ২৫২০.২৫ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৭২৬৭.৫০ লক্ষ) ০১.০৩.২০১৩ থেকে ৩১.০৮.২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪.০৪.২০১৩ তারিখে টিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভৌত সমীক্ষা কার্যক্রম ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের জন্য পরমার্শক নিয়োগের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। শীঘ্রই পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

ঢাকা বাইপাস সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-নওয়াপুর বাজার-মদনপুর)

গত ১১.০৯.২০১২ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন পিপিপি অফিস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্র্যানজেকশন এডভাইজার নিয়োগের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সে জন্য আরএফপি আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত আরএফপিসমূহ ০৯.০৭.২০১৩ তারিখে উন্মুক্ত করা হবে। শীঘ্রই পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।

হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

গত ১৯.০৭.২০১২ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন পিপিপি অফিস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সে জন্য গত ২৪.০৬.২০১৩ তারিখে আরএফপি আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত আরএফপিসমূহ মূল্যায়নের জন্য ১১.০৭.২০১৩ তারিখে সভা আহ্বান করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল সেতু-ডেমরা-তারাবো-কাঁচপুর সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ

গত ১৯.০৭.২০১২ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন পিপিপি অফিস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে জন্য আরএফপি ইস্যু করা হয়েছে। প্রাপ্ত আরএফপিসমূহ ০৮.০৯.২০১৩ তারিখে উন্মুক্ত করা হবে। আরএফপিসমূহ মূল্যায়নের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর ধারা ৬৫ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনলাইনে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ই-জিপি পোর্টাল স্থাপন করেছে। এ পোর্টালে অনলাইন টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ৪টি পাইলট এজেন্সির মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অন্তর্ভুক্ত আছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে e-GP পদ্ধতিতে ১৭৪টি দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে ১১৩টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

রোড মাস্টার প্লান

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের ব্যয় সাশ্রয়ী নিরাপদ পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী একটি সড়ক মহাপরিকল্পনা (Road Master Plan) প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত একটি সেমিনারে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রোড মাস্টার প্লান অনুসরণ করার জন্য এবং সময় সময় প্রয়োজন মাফিক উক্ত রোড মাস্টার প্লান আপডেট করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

রোড মাস্টার প্লান সেমিনারে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী

বৃক্ষরোপণ

বৈশ্বিক উষ্ণতা জলবায়ু পরিবর্তনের নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত। বৃক্ষ বায়ু মন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে উষ্ণতা হ্রাস করে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়া কর্মসংস্থান, দরিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, জ্বালানী তথা জীবন জীবিকা নির্বাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি বৃক্ষ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষপালন বিভাগ, ঢাকা এবং বৃক্ষপালন বিভাগ, রাজশাহী এর আওতাধীন বিভিন্ন সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ)। এছাড়া প্রায় প্রতিটি সড়ক বিভাগ এর অফিস প্রাঙ্গণ ও পরিদর্শন বাংলোর ফাঁকা স্থানে সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানো এবং বাগান তৈরী করা হয়েছে।

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক কর্তৃক ফরিদপুর শহর বাইপাস সড়কে তালবীজ রোপণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নতুন সড়ক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ

তেজগাঁওস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব ১৭.৪ একর জমিতে নতুন সড়ক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ১২৫ কোটি টাকা। নির্মাণ সময় ৩ বছর।

প্রস্তাবিত মূল ভবনটিতে ২,৩৮,৪০২ বর্গফুট অফিস স্পেস, মসজিদ ও ২০০টি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবনটিতে লাইব্রেরী, কনফারেন্স রুম, অফিসার্স লাউঞ্জ, অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল, রেস্ট হাউজ, ডে-কেয়ার সেন্টার, কেন্টিন ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। কমপ্লেক্সটিতে পর্যাপ্ত ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন, ডে-লাইটের ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও আরবান ফরেস্ট সংযুক্ত করা হবে।

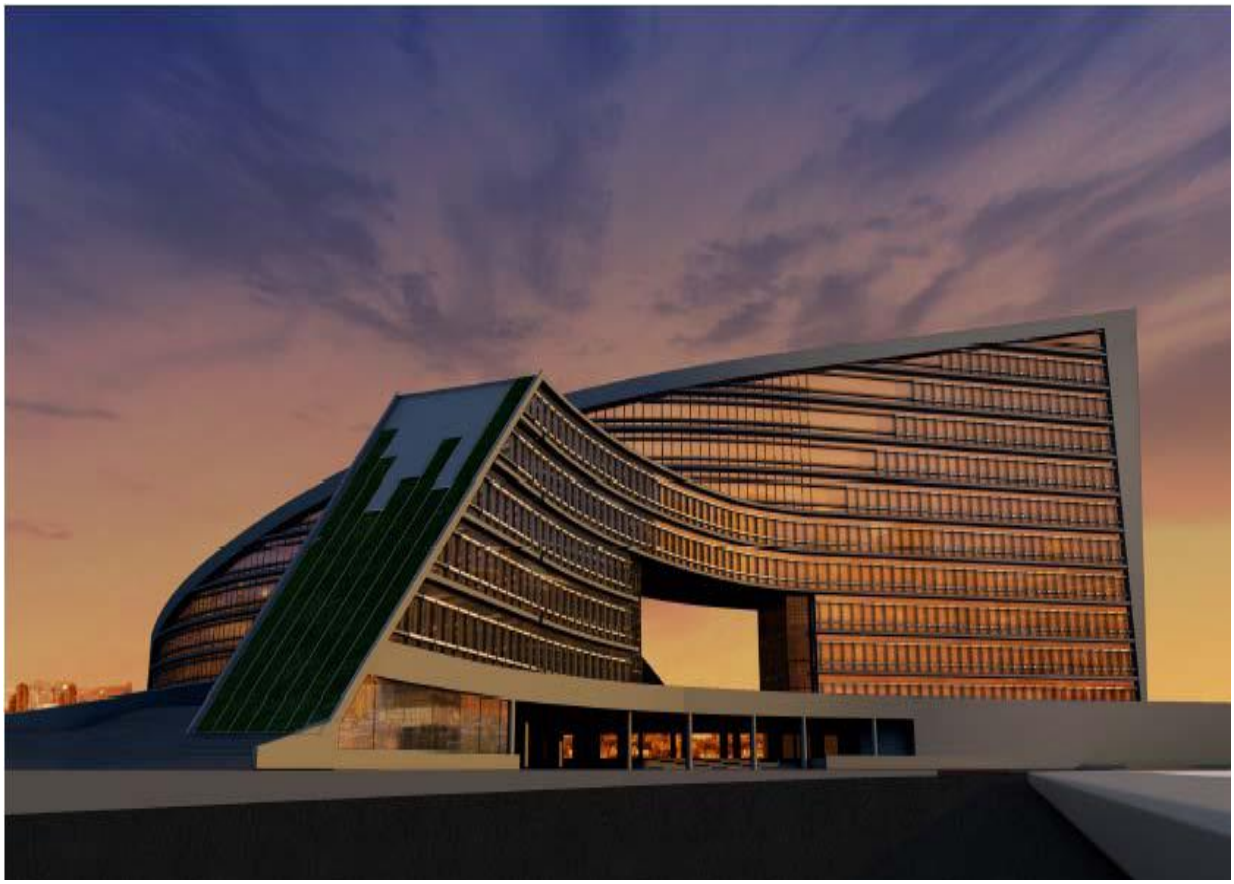

প্রস্তাবিত নতুন সড়ক ভবন (প্রক্ষেপিত)

সীমাবদ্ধতা

এমটিবিএফ গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়া

অর্থ বিভাগ প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এমটিবিএফ বাস্কেটে যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে থাকে, পরিকল্পনা কমিশন থেকে সে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়না বিধায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়না। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ হতে উন্নয়ন বাজেটে ৩১২২.৭০ কোটি টাকা এমটিবিএফ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও পরিকল্পনা কমিশন হতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪০৯.৮০ কোটি টাকা, যা এমটিবিএফ বাজেট হতে ৭১২.৯০ কোটি টাকা কম।

উন্নয়ন খাতের বকেয়া

উন্নয়ন খাতে সমাপ্ত/বাদপড়া বা অন্য সংস্থায় হস্তান্তরিত সড়কের বিপরীতে দীর্ঘদিনের ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া আছে, যা প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকা। এ বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ঠিকাদারগণ প্রায়শঃই তাগিদ প্রদান করেন। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞ আদালতেরও আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এ বকেয়া পরিশোধ করা প্রয়োজন।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরি পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পের ১৩০.৯৮ কোটি টাকা বকেয়া

সারা দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিদ্যমান সড়কসমূহ যথাযথভাবে সংস্কার ও মেরামত করে যান চলাচলের জন্য নির্বিঘ্ন রাখা সড়ক বিভাগের কর্মকান্ডের অগ্রাধিকার। অনুন্নয়ন খাতে অর্থের সীমাবদ্ধতাহেতু নিয়মিত সড়ক মেরামত কাজ বছরওয়ারী শেষ করা সম্ভব হয় না। সব সময়ই সড়ক মেরামত ও সংস্কার কাজ অবশিষ্ট থেকে যায়। এ প্রেক্ষাপটে ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের এক পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়কের বেহাল দশার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দেশব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরি সংস্কার ও মেরামত করে জনদুর্ভোগ দ্রুত লাঘবের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে **সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরি পুর্নবাসন** শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪১০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয় । প্রকল্প গ্রহণের সময় দুই অর্থবছরে সমুদয় বরাদ্দ পাওয়া যাবে মর্মে ধারণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ১ম অর্থবছরে (২০১০-২০১১) মাত্র ৫৭ কোটি টাকা এবং ২য় অর্থবছরে (২০১১-২০১২) মূল এডিপিতে মাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবের বিপরীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া

হয়। মূল এডিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া গেলে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত সমুদয় কাজ সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হত।

কিন্তু এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১২ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের বিপরীতে প্রত্যাশিত বরাদ্দ না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় অপরিশোধিত বিল পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দের নিমিত্ত অর্থ বিভাগকে এমটিবিএফ বাজেট সভায় অনুরোধ করা হলে অর্থ বিভাগ প্রতিটি জেলার কাজের প্রকৃত অবস্থা ও পরিমাণ মূল্যায়ন করে অপরিশোধিত বিলের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। সে প্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী গত ১৮.১১.২০১২ তারিখে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি সরেজমিন যাচাই-বাছাই করে ১০.০৩.২০১৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। সারা দেশ থেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও মূল্যায়ন শেষে যাচাই-বাছাই করে অপরিশোধিত বিলের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তার মোট মূল্য দাঁড়ায় ৭৩৮.৯৭ কোটি টাকা এবং প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয় (৫০+৫৭+৫০০)= ৬০৭.০০ কোটি টাকা। ফলে অপরিশোধিত বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় (৭৩৮.৯৭-৬০৭.০০) = ১৩১.৯৭ কোটি টাকা। সম্পাদিত কাজের অপরিশোধিত বিল পরিশোধের জন্য প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে উপানুষ্ঠানিকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জনবল

সওজ অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৬১৯৬। বর্তমানে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর সংখ্যা ৭০৫৯। তন্মধ্যে ৬৭১ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর চাকরীর মেয়াদ ২৫ বছর এবং ৬৩৩৮ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর চাকরীর মেয়াদ ১০ বছরের উর্ধ্বে। উক্ত কর্মচারীদের নিয়মিত রাজস্ব সংস্থাপনে আনয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৮.০২.২০১৩ তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শূন্য পদের বিপরীতে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের স্থায়ী করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (ওএন্ডএম)-কে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে ২টি সভা করেছে। জনস্বার্থে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের নিয়মিত রাজস্ব সংস্থাপনে আনয়ন প্রয়োজন।

বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দ এমটিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্ত থাকা

বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দ এমটিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্ত না করে আলাদাভাবে প্রদান করা প্রয়োজন। বৃহৎ প্রকল্প এমটিবিএফভুক্ত থাকায় এ সকল প্রকল্পে এডিপি এর সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। এতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানের গৃহীত ছোট ও মাঝারী প্রকল্পগুলো বরাদ্দের অভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায় না।

পরিশিষ্ট-ক

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৫০টি ফেরীঘাটের বিবরণ

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সড়কের নাম ও সড়ক নং	ফেরি ঘাটের নাম	ঘাটের উভয় প্রান্তের নাম
১.	বরিশাল	বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর, N-809	কীর্তনখোলা	বরিশাল-কাওয়ারচর
২.	বরিশাল	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি, Z-8044	গোমা	গোপালপুর-গোমা
৩.	বরিশাল	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি, Z-8044	লক্ষীপাশা	লক্ষীপাশা-নলুয়া
৪.	বরিশাল	বৈরাগীরপুর-টুমচর-বাউফল, Z-8910	নেহালগঞ্জ	নেহালগঞ্জ-চন্দ্রমোহন
৫.	বরিশাল	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা(বরিশাল), Z-8043	বেলতলা	বেলতলা-চরমনাই
৬.	বরিশাল	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা, Z-8034	মীরগঞ্জ	মীরগঞ্জ-মুলাদী
৭.	বরিশাল	বানারিপাড়া (ডান্ডুয়াট)-নাজিরপুর, Z-8913	বানারিপাড়া	বানারিপাড়া-ডান্ডুয়াট
৮.	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি, Z-8709	ষাটপাকিয়া	ষাটপাকিয়া -নলছিটি
৯.	ঝালকাঠি	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া, Z-8708	আমুয়া	আমুয়া -বামনা
১০.	পিরোজপুর	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপর, Z-8702	বেকুটিয়া	বেকুটিয়া-কুমিরমারা
১১.	পিরোজপুর	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর, R-870	চরখালী	চরখালী-টগরা
১২.	পিরোজপুর	গরিয়ারপাড়-বানরীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি, Z-8033	আমরাঝুড়ি	কাউখালী-স্বরূপকাঠি
১৩.	পটুয়াখালী	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী, N-8	লেবুখালী	বাকেরগঞ্জ-লেবুখালী
১৪.	পটুয়াখালী	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া, Z-8806	বগা	দুমকি-বগা
১৫.	পটুয়াখালী	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী, Z-8052	পায়রাকুঞ্জ	মির্জাগঞ্জ-পায়রাকুঞ্জ
১৬.	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী-আমরাগাতিয়া-গলাচিপা, Z-8806	গলাচিপা	গলাচিপা-হরিদেবপুর
১৭.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	খেপুপাড়া	খেপুপাড়া-নীলগঞ্জ
১৮.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	হাজিপুর	হাজিপুর-পুরাতন মহিপুর
১৯.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	মহিপুর	মহিপুর-আলিপুর
২০.	পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকী, Z-8044	নলুয়া-বাহেরচর	নলুয়া-বাহেরচর
২১.	বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা, Z-8708	আমতলী	আমতলী-পুড়াকাটা
২২.	বরগুনা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাচিচিরা, R-880	বড়াইতলা	বড়ইতলা-বাইনচটকি
২৩.	খুলনা	রূপসা-শ্রীফলতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার, Z-7043	জেলখানা	খুলনা-তেরখাদা
২৪.	খুলনা	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা, Z-7040	আড়ুয়া	আড়ুয়া-আবালগাতি
২৫.	খুলনা	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট, Z -7060	ঝপঝপিয়া	বটিয়াঘাটা-দাকোপ
২৬.	খুলনা	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট, Z -7060	পোদ্দারগঞ্জ	দাকোপ-পোদ্দারগঞ্জ
২৭.	খুলনা	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা, Z-7040	নগরঘাটা	খুলনা-দিঘলিয়া
২৮.	বাগেরহাট	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়ন্দা-শরণখোলা-বগি, Z -7702	মোড়লগঞ্জ	বাড়ইখালী-মোড়লগঞ্জ
২৯.	বাগেরহাট	দৌলতদিয়া/ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা(দ্বিগরাজ), N-7	মংলা	মংলাপোর্ট প্রান্ত-মংলা উপজেলা প্রান্ত
৩০.	নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া, Z -7502	কালিয়া	বারইপাড়া-কালিয়া সদর
৩১.	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-পাইকগাছা-গোয়ালডাঙ্গা, Z-7603	মানিকখালী	আশাশুনি-পাইকগাছা
৩২.	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুড়া ফেরীঘাট, R-711	জৌকুড়া	জৌকুড়া-হাজিরগঞ্জ
৩৩.	মাদারীপুর	মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরিয়তপুর, R-806	কাজিরটেক	বামনাতলা-মহিষেরচর
৩৪.	গোপালগঞ্জ	ভাটিয়াপাড়া-কালনা, N-806	কালনা	কালনা-শংকরপাশা
৩৫.	গোপালগঞ্জ	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ, Z-7704	পাটগাতি	পাটগাতি-মচন্দপুর
৩৬.	গোপালগঞ্জ	টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ-ঘোনাপাড়া, R-850	জলিরপাড়	জলিরপাড়-বানিয়ারচর
৩৭.	মাগুরা	শ্রীপুর-লাঙ্গলবাধ-ওয়াপদা মোড়, Z-7008	লাঙ্গালবাধ-নাদুরিয়া	লাঙ্গালবাধ-নাদুরিয়া
৩৮.	নারায়ণগঞ্জ	ভুলতা-রূপগঞ্জ, LGED	রূপগঞ্জ	ভূলতা-রূপগঞ্জ-বেরাইবান্ডা
৩৯.	নারায়ণগঞ্জ	ভবেরচর-গজারিয়া, LGED	রসুলপুর	ভবেরচর-গজারিয়া
৪০.	নারায়ণগঞ্জ	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঙ্গারামপুর, R-114	বিষনন্দী	বিষনন্দী-বাঙ্গারামপুর
৪১.	নরসিংদী	রায়পুর-জাঙ্গাশিবপুর-সায়দাবাদ-বাশগাড়ি LGED	পান্থশালা	পান্থশালা-সায়দাবাদ
৪২.	গাজীপুর	সালনা-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা, R-312	বানারটোক	কাপাসিয়া-মঠখোলা
৪৩.	মানিকগঞ্জ	বেতিলা-বালিরটেক, LGED	বালিরটেক	বালিরটেক-বালিরটেক
৪৪.	নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা-চট্টগ্রাম, N-1	মেঘনা	বাউশী-দাউদকান্দি

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সড়কের নাম ও সড়ক নং	ফেরি ঘাটের নাম	ঘাটের উভয় প্রান্তের নাম
৪৫.	টাঙ্গাইল	আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল R-506	এলাসিন	দেলদুয়ার-নাগরপুর
৪৬.	সিলেট	গোলাপগঞ্জ-আমুরা-শিকপুর-বিয়ানীবাজার LGED	শিকপুর (আমুয়া)	আমুরা-শিকপুর
৪৭.	সিলেট	গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার, LGED	চন্দরপুর	চন্দরপুর-সুনামপুর
৪৮.	সুনামগঞ্জ	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারাবাজার Z-2802	ছাতক	ছাতক-দুয়ারাবাজার
৪৯.	চাঁদপুর	দাউদকান্দি-গোয়ালমারি-শ্রীরায়েরচর-মতলব LGED	মতলব	মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ
৫০.	রাঙ্গামাটি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া, R-161	চন্দ্রঘোনা	চন্দ্রঘোনা-রায়খালী

পরিশিষ্ট-খ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান ১৮টি প্রকল্প (১৪টি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে ও ৪টি প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে চলমান) এবং কারিগরী সহায়তায় চলমান ২টি সমীক্ষা প্রকল্প

১. বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর সড়ক নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)
২. জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ
৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ
৪. পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিলোমিটার) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া-কুয়াকাটা অংশ)
৫. নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির নেত্রকোণা সড়ক বিভাগাধীন নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ সড়কাংশ উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৬. সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৭. সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির মদনপুর-দিরাই- শাল্লা সড়ক, বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়কাংশ এবং বানিয়াচং- হবিগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৮. খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের চেইনেজ ৩৮+০০ থেকে ৪২+৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক উচুঁকরণ ও পুনঃনির্মাণ এবং ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ
৯. নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ
১০. নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত সড়ক উন্নয়ন
১১. গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ প্রতিশ্রুতির গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১২. পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ
১৩. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আব্দারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ
১৪. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ
১৫. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আব্দারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ
১৬. ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে নবীনগর-ডিপিইজেড-চন্দ্রা সড়ক এবং জয়দেবপুর- চন্দ্রা - টাঙ্গাইল- এলেঙ্গা সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
১৭. হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কের বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ
১৮. হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর সড়ক নির্মাণ
১৯. বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ (সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি)
২০. মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ (সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি)

পরিশিষ্ট-গ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ও **প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প**

১. বিষখালী নদীর উপর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌরাইলে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
৩. নবীনগর-আশুগঞ্জ সড়ক নির্মাণ
৪. গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক সড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ
৫. গৌরীপুর-হোমনা সড়কে জিয়ারকান্দিতে ১১২.৬১ মিটার পিসি গার্ডার সেতু (গৌরীপুর সেতু) নির্মাণ
৬. নোয়াপাড়া শহর বাইপাস নির্মাণ
৭. খুলনা (রূপসা)- শ্রীফলতলা - তেরখাদা সড়ক উন্নয়ন (সেনেরবাজার সংযোগ সড়কসহ)
৮. লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ
৯. নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ
১০. পত্নীতলা -সাপাহার - পোরশা - রহনপুর সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ
১১. হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১২. জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

পরিশিষ্ট-ঘ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সওজ অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন ১৭টি প্রকল্প (১১টি প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ ও ৬টি প্রতিশ্রুতির আংশিক ডিপিপি)

১. নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
২. নেত্রকোণা-মদন সড়ক উন্নয়ন (আটপাড়া সংযোগসহ)
৩. মদন-খালিয়াজুরী সাবমার্জেবল সড়ক নির্মাণ
৪. নেত্রকোণা-মদন-খালিয়াজুরী সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
৫. লক্ষীপুর - শরিয়তপুর সড়ক নির্মাণ
৬. বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ
৭. নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ অংশ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৮. সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৯. সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির শাল্লা-জলশুকা সড়ক অংশের উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১০. সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প সড়ক নির্মাণ
১১. মনিরামপুর শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।
১২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ প্রতিশ্রুতির নবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ প্রতিশ্রুতির কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১৪. খুলনা (গল্লামারী)-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ প্রতিশ্রুতির ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১৫. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার দেলোয়ার খাঁ সড়ক এবং কুমিরা-সন্দীপ সড়ক উন্নয়ন
১৬. বাউফল উপজেলার বগা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ
১৭. পান্ডব পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ

পরিশিষ্ট-ঙ

সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষপালন সার্কেল কর্তৃক বৃক্ষরোপণের বিবরণ

ক্রম	বৃক্ষপালন বিভাগের নাম	মহাসড়ক/সড়কের নাম	চেইনেজ (কিলোমিটার)/স্থান
১.	ঢাকা	ঢাকা-আরিচা মহসড়ক	৮০তম কিলোমিটার হতে ৮৪তম কিলোমিটার
২.	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড	১ম কিলোমিটার হতে ৮ম কিলোমিটার
৩.	ঢাকা	টঙ্গী-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা সড়ক (ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা অংশে)	৪র্থ কিলোমিটার হতে ৮ম অংশ কিলোমিটার
৪.	ঢাকা	ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক	আমীন বাজার হইতে নবীনগর বাজার
৫.	ঢাকা	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক	কাঁচপুর ব্রীজ হতে মেঘনা-গোমতি ব্রীজ সড়ক দ্বীপে
৬.	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার সড়ক	১ম কিলোমিটার হতে ৫ম কিলোমিটার
৭.	ঢাকা	ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক	১২২তম কিলোমিটার হতে ১৪৭ তম কিলোমিটার
৮.	ঢাকা	ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক	১৬৪তম কিলোমিটার হতে ১৭৪তম কিলোমিটার
৯.	ঢাকা	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক	৬ষ্ঠ কিলোমিটার হতে ১৪তম কিলোমিটার
১০.	ঢাকা	মিরেরসরাই-নারায়ণহাট সড়ক	১৫তম কিলোমিটার হতে ১৯তম কিলোমিটার
১১.	ঢাকা	চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক	২২তম কিলোমিটার হতে ২৭তম কিলোমিটার
১২.	ঢাকা	কক্সবাজার- টেকনাফ সড়ক	৬১তম কিলোমিটার হতে ৬৪তম কিলোমিটার
১৩.	ঢাকা	ফটিকছড়ি-নারায়ণহাট-দাতমারা-হোয়াকো সড়ক	৮, ১০, ১১, ১২ ও ১৯তম কিলোমিটার
১৪.	ঢাকা	রাণীরহাট-কাউখালী সড়ক	২য় কিলোমিটার হতে ৫ম কিলোমিটার
১৫.	রাজশাহী	বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়ক	২৮,৩০,৩৩,৩৫,৩৬,৩৭,৩৯ তম কিলোমিটার
১৬.	রাজশাহী	ধুনট-লাংলো-বাগবাড়ী-গাবতলী-লাইড়া-মালা-চৌকিরঘাট সড়ক	২য় কিলোমিটার হতে ৮ম কিলোমিটার
১৭.	রাজশাহী	ধুনট-লাংলো-বাগবাড়ী-গাবতলী-লাইড়া-মালা-চৌকিরঘাট সড়ক	১০ম কিলোমিটার হতে ১৫তম কিলোমিটার
১৮.	রাজশাহী	বগুড়া - রংপুর মহাসড়ক	১২তম কিলোমিটার হতে ২৫ তম কিলোমিটার
১৯.	রাজশাহী	নীলফামারী-ডোমরা সড়ক	১ম কিলোমিটার হতে ১৩ তম কিলোমিটার
২০.	রাজশাহী	পঞ্চগড়-তেতুলিয়া-বাংলাবান্ধা সড়ক	৩য় কিলোমিটার হতে ১৫তম কিলোমিটার
২১.	রাজশাহী	খুলনা-মংলা সড়ক	১ম কিলোমিটার হতে ৫ম কিলোমিটার
২২.	রাজশাহী	নাভারণ-ইলিশপুর সড়ক	২৯তম কিলোমিটার হতে ৩৩ তম কিলোমিটার
২৩.	রাজশাহী	ঝিনাইদহ- কুষ্টিয়া-পাকশি ফেরীঘাট সড়ক	৪৬তম কিলোমিটার ৬৩ তম কিলোমিটার
২৪.	রাজশাহী	সাদুল্যাপুর-মাদারগঞ্জ-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়ক	২৫তম কিলোমিটার হতে ২৯তম কিলোমিটার
২৫.	রাজশাহী	খানজাহান আলী রূপসা সেতু এ্যাপ্রোচ সড়ক	০ কিলোমিটার হতে ৬ষ্ঠ কিলোমিটার
২৬.	রাজশাহী	গাইবান্ধা - জুম্মাবাড়ী সড়ক	মালানদহ সেতুর উভয় পার্শ্বে এ্যাপ্রোচ সড়কে ১৬, ১৭, ১৯ ও ২০তম কিলোমিটার
২৭.	রাজশাহী	রাজশাহী - নবাবগঞ্জ সড়ক	২৭তম কিলোমিটার হতে ৩৮তম কিলোমিটার এর বিভিন্ন অংশে মোট ৮ কিলোমিটার

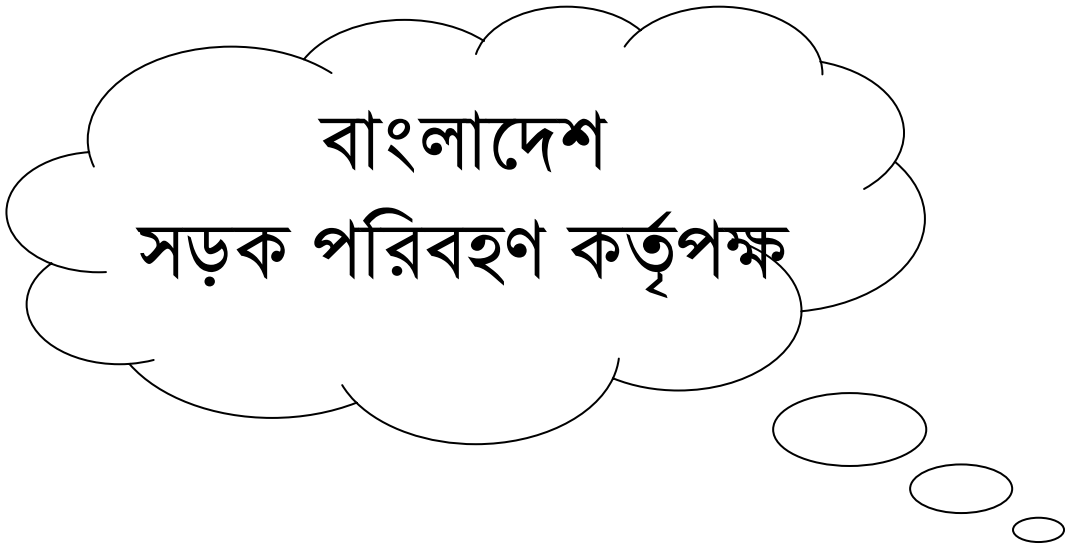
বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী দক্ষতা গত চার বছরে ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। সার্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সারাদেশে বিআরটিএ'র কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়েছে। মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি মোটরযান কর, ফি, ভ্যাট এবং মোটরযান বাবদ অনুমিত আয়কর ও অগ্রিম আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেখানো হলঃ

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট
২০১১-২০১২	৩৬৩.৬৪	১৬৯.০৯	৩৫.৪৭	-	৭৩.৮২	**৬৪২.০২**
২০১২-২০১৩	৩৫৫.৬৪	১৪৬.৯৩	৪৬.৭৬	১৪৭.৭৩	৭২.৪২	**৭৬৯.৪৮**

২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সার্বিকভাবে রাজস্ব আদায় ১৯.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন-লাইন ব্যাংক-বুথে গ্রাহক কর্তৃক মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন

মোটরযানে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটে কোনো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকায় একই নাম্বারপ্লেট বিভিন্ন গাড়িতে বা ভুয়া নাম্বারপ্লেট গাড়িতে ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হতো। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রচলিত নাম্বারপ্লেটের এ সব অসুবিধা দূর করে সড়ক

পরিবহণ সেক্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে এবং সড়ক পরিবহণ সেক্টরে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১,০৩,৭৪৬টি রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ থেকে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু হবে।

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন

গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হওয়ায় ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির এ লাইসেন্স প্রবর্তন হওয়ার ফলে ড্রাইভিং লাইসেন্স নকল করার প্রবণতা কমেছে। ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্সের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

বছর	পেশাদার (পুরুষ)	পেশাদার (মহিলা)	অপেশাদার (পুরুষ)	অপেশাদার (মহিলা)	মোট পেশাদার	মোট অপেশাদার	সর্বমোট
২০১১-১২	৭৮,০৮৪	৬৫	৬২,১৫৭	২,০৬৬	৭৮,১৪৯	৬৪,২২৩	১,৪২,৩৭২
২০১২-১৩	১,৬৬,২৪৩	১৪৬	১,২৬,০১১	৩,২৫৪	১,৬৬,৩৮৯	১,২৯,২৬৫	২,৯৫,৬৫৪

২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সার্বিকভাবে ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ২০৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

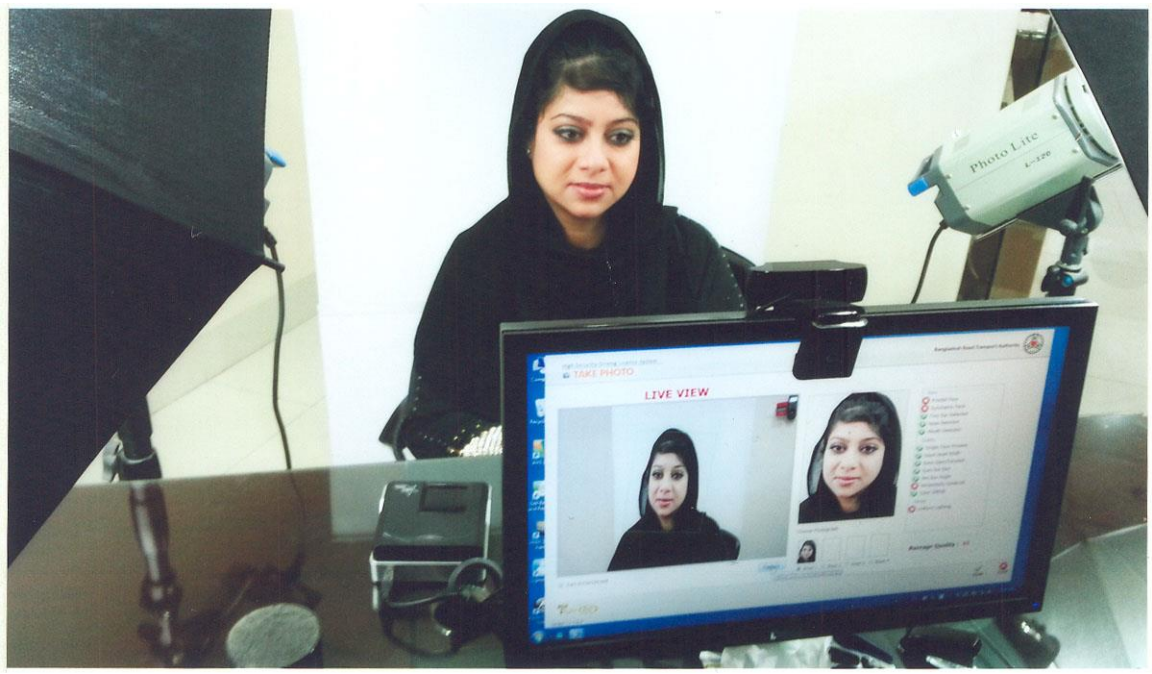

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ছবি গ্রহণ কার্যক্রম

গ্রাহককে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহ

মিশুক প্রতিস্থাপন

যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে ঢাকায় রেজিস্ট্রিকৃত ২৬৯৬টি মিশুকের পরিবর্তে সমসংখ্যক সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার অটোরিকশা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখ সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ সংশোধনপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে, যা ২৭ আগস্ট ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত মিশুক প্রতিস্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিএনজি অটোরিকশার সংখ্যা বৃদ্ধি

ঢাকা মহানগরীতে ১৩,০০০ সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার অটোরিকশা চলার অনুমোদন রয়েছে। যাত্রীদের যাতায়াত সহজতর করতে ঢাকা শহরে আরও ৫০০০ এবং চট্টগ্রামে ৪০০০ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি হুইলার অটো রিক্সা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস

ঢাকা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য বর্তমান ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিসের দৈন্যদশা দূর করে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ট্যাক্সিক্যাব গাইড লাইন ২০১০ এর সংশোধনপূর্বক গত ১৪ই মে, ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)। সংশোধিত ট্যাক্সিক্যাব গাইড লাইন অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে নতুন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করার উদ্দেশ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগ্রহী কোম্পানীসমূহকে (২.৫ কোটি টাকা Paid up capital সম্পন্ন পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী) আবেদন দাখিল করতে অনুরোধ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে মোট ৮টি আগ্রহী কোম্পানী আবেদন দাখিল করে। বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই শেষে একটি কোম্পানীকে ২৫০টি ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহণ সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নের ছকে দেখানো হলঃ

বছর	মামলার সংখ্যা	জরিমানা আদায় (টাকা)	কারাদন্ড প্রদান	ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ
২০১১-১২	৬১৭২	৫৯,৫৯,৫৪৮	২২৭	৩৭২
২০১২-১৩	৩,৩১৫	৩০,৪১,০৭২	১২৫	২৩৭

২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মামলার সংখ্যা, জরিমানা আদায়, কারাদন্ড প্রদান, ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ যথাক্রমে ৪৬%, ৪৯%, ৪৫% ও ৩৬% হ্রাস পেয়েছে।

বিআরটিএর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন

সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারী চ্যানেলের এফএম ব্যান্ডে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও প্রচার কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

অর্থবছর	দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ		সেমিনার/ওয়ার্কসপ/সমাবেশ		প্রচার ও বিজ্ঞাপণ			
	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কসপ/ সমাবেশ এর সংখ্যা	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	পত্রিকা	লিফলেট	পোস্টার/ স্টিকার	স্বল্পদৈঘ্য চলচ্চিত্র
২০১১-১২	১৯৫	২৫,১০০	৮০	১,৫৫,০০০	৫০০	৩,২৫,০০০	৬,২৫,০০০	১টি
২০১২-১৩	২২৫	২৯,৪৭০	৭৬	১,০৫,০০০	৬৬১	৩,৫০,০০০	৬,৭৫,৫০০	২টি

২০১১-১২ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা ও সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। এ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রচার ও প্রচারণার উদ্দেশ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অধিক সংখ্যক পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ প্রচার করা হয় এবং অধিক সংখ্যক লিফলেট ও পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়। এ-ছাড়া দু'টি স্বল্পদৈঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী করে প্রচার করা হয়।

দেশে প্রথমবারের মত ২০১২ সালে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পেশাদার মহিলা গাড়িচালক সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৭৫ জন পেশাদার মহিলা গাড়িচালক সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সফল পেশাদার মহিলা গাড়ীচালকগণের মধ্যে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্নমুখী উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে সড়ক দূর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার হতে প্রাপ্ত বিগত ৫ বছরের বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলঃ

বছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	মারাত্মক আহতের সংখ্যা	সামান্য আহতের সংখ্যা	আহত ও নিহতের মোট সংখ্যা
২০০৮	৪৪২৭	৩৭৬৫	২৭২০	৫৬৪	৭০৪৯
২০০৯	৩৩৮১	২৯৫৮	২২২৩	৪৬৩	৫৬৪৪
২০১০	২৮২৭	২৬৪৬	১৩৮৯	৪১৪	৪৪৪৯
২০১১	২৬৬৭	২৫৪৬	১৪৪৮	১৯৩	৪১৮৭
২০১২	২৬৩৬	২৫৩৮	১৭৮৭	৩৪৭	৪৬৭২

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ

ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসন করার লক্ষ্যে ১৩টি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। এগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে মনিটর করা হচ্ছে।

জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি চলাচল নিষিদ্ধকরণ

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, মহেন্দ্র, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহন যাতে চলাচল করতে না পারে সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে উপদেষ্টা করে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় একটি কমিটি গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখ গঠন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-২)। কমিটি বিষয়টি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে।

জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাটবাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধ করতঃ মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে সরকার মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে। কমিটির গত ৯ জুন, ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় ৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা নিম্নে উদ্বৃত করা হলঃ

১) যানজট নিরসন ও দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে বিআরটিএ'র রেজিস্ট্রেশনবিহীন যানসমূহ যেমন নসিমন, করিমন, ভটভটি, মহেন্দ্র বা অনুরুপ যানবাহন এবং নন-মোটরাইজড যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। এ সকল যানবাহন জেলা ও ফিডার সড়কে চলাচল করবে।

২) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক হতে ভাসমান ও অস্থায়ী দোকানপাট অপসারণ করা হবে। অপসারণের অন্তত ৭(সাত) দিন পূর্বে মাইকিং করে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ জুলাই, ২০১২ তারিখের ০৪.১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮১ সংখ্যক পরিপত্রে উল্লিখিত জেলা কমিটি বিষয়টি সমন্বয় সাধন করবে।

৩) রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর সহায়তায় বিভাগীয় কমিশনার তার বিভাগাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপরে ও সন্নিকটে অবস্থিত বাজারের নাম ও স্থানসহ তালিকা প্রস্তুত করবেন। তালিকাভুক্ত বাজারসমূহের মধ্য হতে ঢাকা বিভাগে চারটি এবং অপর ৬টি বিভাগে ২টি করে মোট ১৬টি ঝুঁকিপূর্ণ বাজার চিহ্নিত করে অপসারণ করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪ জুলাই, ২০১২ তারিখের ০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০০৩৬.২০১০-১৮১ সংখ্যক পরিপত্রে উল্লিখিত জেলা কমিটির মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারগণ বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন।

৪) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের অপ্রয়োজনীয় স্পিড ব্রেকার অপসারণ করা হবে।

৫) সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ গাছ জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিতকরতঃ কর্তন/ছাঁটাই করতে হবে।

৬) চট্টগ্রাম শহরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এমন বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে অপসারণ করা হবে।

৭) জাতীয় এবং আঞ্চলিক মহাসড়কে এবং মেট্রোপলিটন শহরে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড, পোস্টার ও ফেস্টুন ইত্যাদি জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে অপসারণ করা হবে।

৮) জাতীয় এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর বা সন্নিকটে কোন গরুর হাট বসানো যাবে না।

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল ও ইন্সট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছে না। ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র অর্থায়নে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) এর মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭০ জন এবং ব্র্যাক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে ২৪টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ২৫ জনকে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করার লক্ষ্যে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ KOICA এর সাথে Records of Discussion (RoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের টিএপিপি গত ১২ জুন ২০১৩ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ সড়ক বিভাগ কর্তৃক সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য KOICA-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। এছাড়া বিআরটিএ'র অনেকগুলো সেবা ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি)

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হলেও অদ্যাবধি তা চালু করা সম্ভব হয়নি। বিআরটিএ-তে ডাটা সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি মিরপুরস্থ ভিআইসি টি পুনঃচালু/প্রতিস্থাপনের জন্য গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ KOICA এর সাথে Records of Discussion (RoD) স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের টিএপিপি ১২ জুন ২০১৩ তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর গত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ সড়ক বিভাগ কর্তৃক সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য KOICA-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভিআইসিগুলোও অনুরূপভাবে পুনঃচালু/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জনবল

জনবল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে পদসংখ্যা ৬৫৫ হতে বৃদ্ধি করে ৮১৫-তে উন্নীত করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১০২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর পরিবর্তে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ১২.১২.২০১২ তারিখ মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ জুলাই ২০১৩ হতে শান্তি চুক্তি অনুযায়ী বিআরটিএ'র রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা অফিসের কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সদর কার্যালয় ভবন না থাকায় সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত জায়গায় বিআরটিএর সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে শোর পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল ভবন নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য ভবনের চুড়ান্ত নক্সা তৈরী এবং নির্মাণ খরচের অফিসিয়াল এস্টিমেট তৈরী ও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসন করার লক্ষ্যে ১৩টি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমঃ

১) সড়কের উপর অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা ও দখল অপসারণ করে মিরপুর সেকশন-১ গোলচত্বর, মিরপুর সেকশন-২ গোলচত্বর, খিলক্ষেত সড়ক, রামপুরা বাজার সড়ক ও কাটাবন-হাতিরপুল বাজার-ইস্টার্ণ প্লাজা-সার্ক ফোয়ারা পর্যন্ত সড়কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২) গাবতলী ব্রীজ হতে শিরন্নীরটেক পর্যন্ত সড়ক এবং ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর রিপোর্টে উল্লেখিত সড়ক ডিভাইডারের ফাঁকসমুহের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রথম ৪০টি সড়ক ডিভাইডারের ফাঁক স্থায়ীভাবে বন্ধ করা ।

৩) সোনারগাঁও হোটেল মোড়, ফার্মগেট মোড়, সাইন্স ল্যাবরেটরী মোড়, নিউমার্কেট মোড় এলাকায় সড়কের উভয় পার্শ্বের ফুটপাতের ফ্যান্সিং নির্মাণ করা।

৪) যাত্রাবাড়ী মাছের আড়ত নবনির্মিত বাজারে স্থানান্তর এবং যাত্রাবাড়ী মোড় হতে মাছের আড়তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেয়াল চট্টগ্রাম অভিমুখী সড়কের উভয় পার্শ্বে নির্মাণ।

৫) গাড়ি চালকদের বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানে সৃষ্ট পরিস্থিতি পর্যলোচনা করে উত্তোরণের সুপারিশ প্রদান।

৬) ইত্তেফাক-মতিঝিল-বাংলাদেশ ব্যাংক-দৈনিক বাংলা-পল্টন পর্যন্ত সড়কের (দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকাসহ) উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভবনসমূহের পার্কিং এর জায়গায় বিদ্যমান দোকানপাট/বিকল্প ব্যবহার বন্ধে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে তদস্থলে এবং সড়কের নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্কিং নিশ্চিত করা।

৭) ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রধান শাখায় ছাত্রী উঠানামার জন্য আগত গাড়ি রাস্তায় পার্ক না করে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলের বেইজমেন্টে পার্ক করা।

৮) সদরঘাট থেকে গাবতলী (বেড়িবাঁধ) পর্যন্ত সড়কের অবৈধ দখলীয় জায়গা উদ্ধার, রাস্তার উপরে কাভার্ড ভ্যানে ফল বিক্রি বন্ধ এবং চলাচলে সৃষ্ট অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দুর করা।

৯) গাবতলী-শিরন্নীরটেক সড়কের আমিন বাজার ব্রিজের নীচ দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য যে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে যানবাহন চলাচলের পুর্ণ উপযোগী করা।

১০) গাবতলী-শিরন্নীরটেক সড়কের আমিন বাজার ব্রীজের নীচের রাস্তায় ও এপ্রোচ রোডে কোন ট্রাক পার্কিং করতে না দেয়া এবং ব্রীজের নীচে ও তদসংলগ্ন এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্ধারিত ডাম্পিং স্থানে ফেলা।

১১) ফুটওভার ব্রীজ-এ প্রবেশ গাইড করার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে নির্মিত ফেন্সিং এর ভাঙ্গা/ক্ষতিগ্রস্ত অংশ জিরো পয়েন্ট হতে প্রেসক্লাব-শাহবাগ-ফার্মগেট-মহাখালী হয়ে বনানী রেল ক্রসিং পর্যন্ত সংস্কার/মেরামত এবং স্থাপিত বিলবোর্ড/নিয়ন সাইন ইত্যাদি অপসারণ করা।

১২) জিরো পয়েন্ট হতে প্রেস-ক্লাব-শাহবাগ-ফার্মগেট-মহাখালি হয়ে বনানী রেল ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তার উপর নির্মিত ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য নিশ্চিত করা।

১৩) বেইলী রোড সড়কের জরুরী মেরামত ও সংস্কার এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করা।

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিপত্র

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮১

০৯ শ্রাবণ ১৪১৯
তারিখ ঃ -----------------
২৪ জুলাই ২০১২

বিষয় ঃ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন।

গত ০২.০২.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের ৩৬-তম সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে জেলা কমিটি গঠন করা হলঃ

(১)	জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	-	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
(৩)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ(সকল)	-	সদস্য
(৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ	-	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য
(৬)	মেয়র, পৌরসভা(সকল)	-	সদস্য
(৭)	মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ২(দুই) জন	-	সদস্য
(১০)	সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১১)	সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১২)	সহকারী পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সার্কেল, বিআরটিএ	-	সদস্য-সচিব।

২। কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং সড়কের উপর অবস্থিত হাট-বাজার/অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং এই সকল বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) মহসড়কে চলাচল অনুপযোগী করিমন, নছিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহনের চলাচল রোধ নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) ফিটনেসবিহীন অবৈধ যানবাহন চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয়ে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কার্যের অগ্রগতি সড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(বিআরটিএ)-কে অবহিতকরণ।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। এই পরিপত্রের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪.৭.১২

(মোঃ শাহ আলম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক,এলেনবাড়ী, ঢাকা। (তাঁকে গত ১৩.১০.২০১১ তারিখের বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/জাঃসঃনিঃকাঃ/আ[illegible] ৭/২০০৬-২৩৭ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিলের জন্য অনুরোধ জানানো হল)।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৬। ডিআইজি (সকল)।
৭। জেলা প্রশাসক (সকল)। তাঁকে কমিটির সদস্য মনোয়নপূর্বক তাদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হল।
৮। পুলিশ সুপার (সকল)।

F:\02_Latest Files\Letter Ministry-Divisions\Road Division.doc

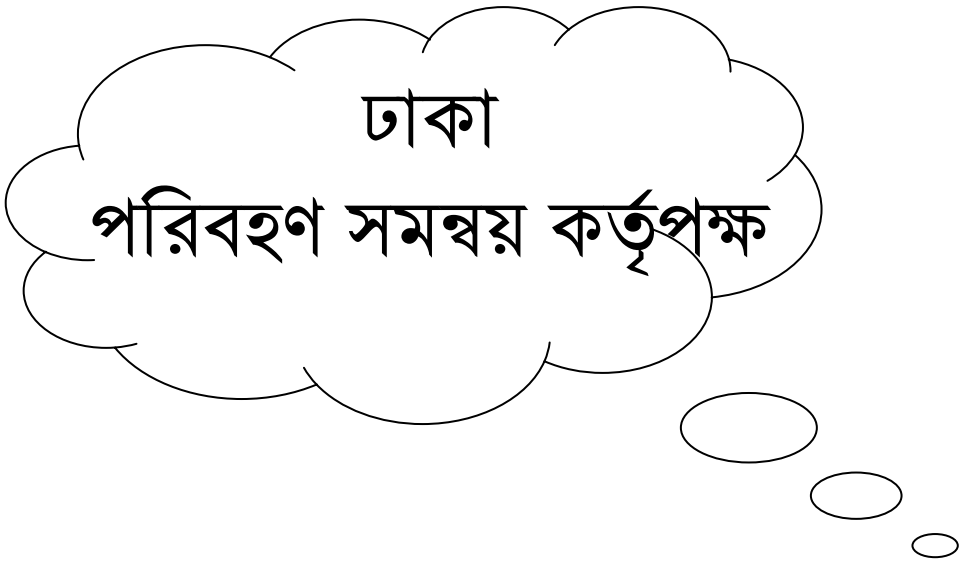

ঢাকা
পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড বিলুপ্ত করে তদস্থলে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র আওতাভূক্ত এলাকায় পরিবহণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ডিটিসিএ সমন্বয় সাধন করছে। ডিটিসিএ'র দ্বিতীয় বোর্ড সভা গত ০৬ জুন ২০১৩ তারিখ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের ২য় সভায় মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সভাপতিত্ব করছেন

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6

ঢাকা শহরে Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (মেট্রো রেল) নির্মাণের লক্ষ্যে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project গত ১৮.১২.২০১২ তারিখ ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। MRT Line-6 এর অনুমোদিত রুট হচ্ছে: উত্তরা ৩য় ফেইজ – পল্লবী - রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট - হোটেল সোনারগাঁও – শাহবাগ – টিএসসি - দোয়েল চত্বর - তোপখানা রোড - বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বমোট ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৫৩৯০.৪৮ কোটি টাকা এবং Japan International Cooperation Agency (JICA) এর প্রকল্প সাহায্য ১৬৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা। MRT Line-6 এর দৈর্ঘ্য ২০.১ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে আনুমানিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এতে ঢাকা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, যানজট হ্রাস পাবে এবং পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। গত ৩ জুন ২০১৩ তারিখে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়েছে। কোম্পানীটি MRT Line-6 পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকা।

অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের Detail Design ও Construction Supervision এর নিমিত্ত General Consultant নিয়োগের জন্য RFP মূল্যায়ন শেষে JICA'র সম্মতির অপেক্ষায় আছে।

- প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে Resettlement Assistance Consultant (RAC) নিয়োগের জন্য EOI মূল্যায়ন শেষে JICA'র সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- Institutional Development Consultant (IDC) নিয়োগের জন্য RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- রাজউক হতে MRT ডিপোর জন্য ৫.৬৯ হেক্টর জমি গত ২২.০৫.২০১৩ তারিখে বুঝে নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ১৬.৩১ হেক্টর জমি বরাদ্দের বিষয়টি বর্তমানে রাজউক-এ প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রস্তাবিত মেট্রোরেলের প্রক্ষেপিত ছবি

স্পেনের বার্সিলোনায় সবুজ ঘাস ট্র্যাকে মেট্রোরেল

প্রস্তাবিত মেট্রোরেল এর চিত্র (প্রক্ষেপিত)

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

BRT Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। উভয়দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে সদরঘাট পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের Detail Engineering Design এর পরামর্শক নিয়োগের জন্য গত ১২.০৬.২০১৩ তারিখ পরামর্শকের সাথে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

গুলিস্তান সংলগ্ন এলাকার বিআরটি'র প্রক্ষেপিত ছবি।

Road Transport and Traffic Act (RTTA)-2013

১৯৩৯ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৩ সালে সংশোধিত মোটরযান অধ্যাদেশ এর পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী Road Transport and Traffic Act (RTTA), 2013 এর চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক আইন, ২০১৩ এর উপর স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটিসমূহের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খসড়াটিকে আরো সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে আহবায়ক করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি ২০.০৬.২০১৩ তারিখে গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করা হবে।

প্রশিক্ষণ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিটিসিএ কর্তৃক দুর্ঘটনা রোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০০ জন পেশাজীবি গাড়ীচালককে ৩ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১২০ জন পেশাজীবি গাড়ীচালককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও Traffic Impact Assesment, Negotiation এবং Procurement বিষয়ে পরিবহণ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পেশাজীবি গাড়ীচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বুয়েটে অনুষ্ঠিত Traffic Impact Assessment (TIA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২৪-২৯ জুন ২০১৩)

Clearing House (CH)

Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সহায়তায় ডিটিসিএ'তে একই e-Ticket এর মাধ্যমে Multimodal Transport System এ ভ্রমণের নিমিত্ত Pilot Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ Clearing House এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের মধ্যে হিস্যা অনুযায়ী বিতরণ করা হবে। ফলে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমে (BRTC/BRT/MRT/BR/Commuter Train/BIWTC/Private Bus Company etc.) e-Ticket দিয়ে ঝামেলামুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।

ঢাকা বাস নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাস

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীনে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা বাস রুট নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাসকৃত নেটওয়ার্ককে ৫টি প্যাকেজে বিভক্তকরনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাসনেট (Bus Net) কোম্পানী গঠন, বাস অপারেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বাস ফ্লিট নবায়ন, আধুনিক এবং উন্নত টিকেটিং সিস্টেম প্রবর্তন, উন্নত যাত্রী সেবা নিশ্চিতকল্পে বাস স্টপ এবং যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, সরকার ও বাস অপারেটরদের মধ্যে ব্যবসায়িক ঝুঁকি যৌথভাবে বহন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সুপারিশগুলো নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

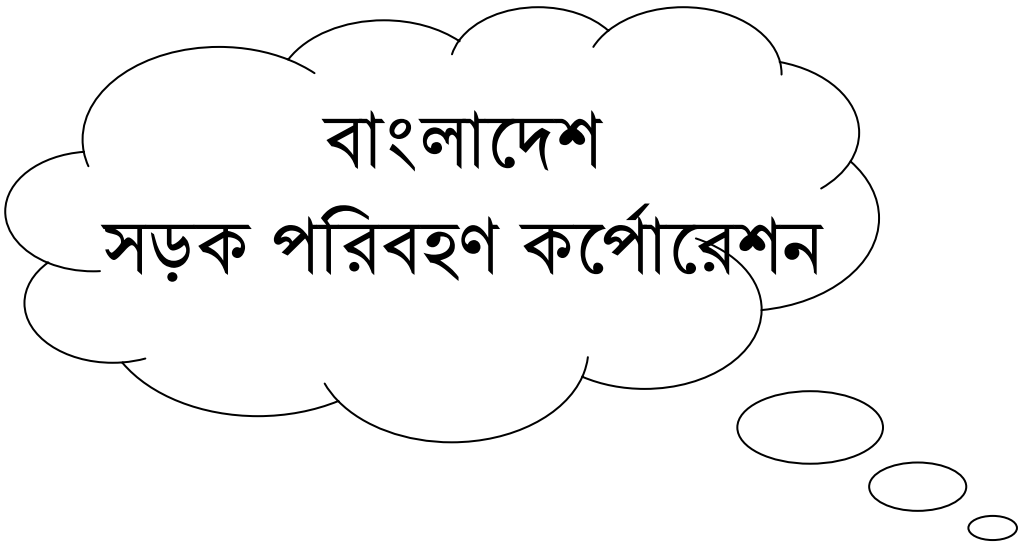
বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন

ভূমিকা

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একক প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃ যাত্রা শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বিআরটিসি'র যানবহরে নতুনভাবে আধুনিক বাস সংযোজিত হয়েছে।

নতুন বাস সংগ্রহ

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১৫৩৩টি বাস এবং ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিআরটিসি'র বাস বহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৭৫টি চায়না সিএনজি বাস

২০১০-১১ অর্থবছরে ২৫৫টি (১৫০টি এসি দাইয়ু, ১০৫টি নন-এসি দাইয়ু) কোরিয়ান বাস

২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪২৮টি (২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস, ৮৮টি একতলা এসি বাস) বাস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখ আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন

ঢাকার রাজপথে আর্টিকুলেটেড বাস

ভারতে একতলা এসি বাস পরিদর্শনে সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১২৮ টি রুটে ২১৮টি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এ সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

বিআরটিসি পরিচালিত স্টাফ বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

স্কুল ও কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১ টি রুটে ১৪টি স্কুল বাস সার্ভিস পরিচালিত হয়ে আসছে। ক্রমান্বয়ে এ সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।

বিআরটিসি পরিচালিত স্কুল বাস সার্ভিস

মহিলা বাস সার্ভিস

কর্মব্যস্ততার কারণে মহিলাদের বহির্মুখী যাতায়াত প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মহিলা বাস সার্ভিসের গুরুত্ব অনুধাবন করে গত ১৩.০৫.২০০৯ তারিখ হতে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য এ সার্ভিসটি স্থায়ীভাবে চালু করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন ১০টি বাস এ সার্ভিসে সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ২০টি বাস সার্ভিস ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুরের ৪টি রুটে চলাচল করছে। রুটগুলোর বিবরণ নিম্নরূপঃ

খিলগাঁও-গুলিস্তান	: ৪টি
মিরপুর-১২-মতিঝিল	: ৬টি
আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল	: ৪টি
গাজীপুর-মতিঝিল	: ২টি
নারায়ণগঞ্জ-গুলিস্তান	: ৪টি

বিআরটিসি পরিচালিত মহিলা বাস সার্ভিস

সিটি বাস সার্ভিস

বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সেবার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ঢাকা শহরে বর্তমানে ১৮৭টি রুটে (পরিশিষ্ট-A) ৩৪৪টি একতলা, ২৬৩টি দ্বিতল, ৪০টি আর্টিকুলেটেড এবং ৩০টি একতলা এসি বাস সিটি সার্ভিসে নিয়োজিত আছে। প্রতিদিন গড়ে ২,৮১,৪০০ জন সিটি সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ২৩৭টি বাস সিটি সার্ভিসে নিয়োজিত আছে।

বিআরটিসি পরিচালিত সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসি'র সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫৫টি রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে (পরিশিষ্ট-B)। এর মধ্যে ৪২টি রুটে বিআরটিসি'র ৮৮টি নতুন এসি বাস চলাচল করছে (পরিশিষ্ট-C)। বাকী ১১৩টি রুটে দেশের প্রধান প্রধান শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিসে ৬১০টি বাস চলাচল করছে।

বিআরটিসি পরিচালিত আন্তঃজেলা এসি বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার নিমিত্ত বিআরটিসি'র ব্যানারে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস পরিচালনা করা হচ্ছে। নতুন সংগৃহীত বিআরটিসি'র এসি বাস দ্বারা সহসাই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উভয় রুটে বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

ট্রাক বহর

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে ১৩৮টি পুরাতন ট্রাক দ্বারা পণ্য পরিবহন সেবা দেয়া হচ্ছে। বিআরটিসি'র বর্তমান ট্রাকবহরে ট্রাকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বিধায় বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরো ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিডিপিপি প্রণয়ন করে নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থায়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাস ডিপোর কার্যক্রম বৃদ্ধি

যানবাহনের স্বল্পতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত অনেক ডিপো সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল এবং বেশ কিছু ডিপোর যাত্রী সেবার কার্যক্রম সীমিত আকারে প্রদান করা হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের সঠিক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বিআরটিসি'তে বর্তমানে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ডিপোসমূহ পুনরায় চালু করা হয়েছে, তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নরসিংদী, মোহাম্মদপুর, উথলী ও সোনাপুরসহ ৪টি ডিপো পুনঃচালু করা হয়েছে। গাজীপুরে ০১টি নতুন বাস ডিপো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং গাবতলীতে একটি ডিপো প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। স্বল্প পরিসরে পরিচালিত ডিপোসমূহে যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের আসন সংরক্ষণ

বিআরটিসি কর্তৃক মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে বাস সার্ভিস থাকার পরও বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিটি বাসে পূর্বের ৯টি থেকে বাড়িয়ে ১৩টি আসন আলাদাভাবে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

ধারাবাহিকভাবে দক্ষ ড্রাইভার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ১৭টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। গোপালগঞ্জের টুংগী পাড়ায় আরও একটি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর

থেকে এ পর্যন্ত ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং ও ড্রাইভিং বিষয়ে ৩১,৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০০ জন। চলতি অর্থবছরে মোট ৬০৬৮ জনকে ড্রাইভিং ও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তম্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫০ জন। গাজীপুরস্থ বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মহিলাদের প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গীপাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

অর্থবছর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০০৮-০৯	৬৫৯৫
২০০৯-১০	৫৮০৭
২০১০-১১	৬৯৭০
২০১১-১২	৫৮৯০
২০১২-১৩	৬০৬৮
মোট-	৩১,৩৩০

আইসিটি ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম (ই-টিকেটিং সিস্টেম)

বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বিআরটিসি'র সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়। এ পর্যন্ত ৩টি রুটে মোট ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ই-টিকেটিং এর রুট ও কাউন্টার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

আইসিটি ফেয়ার কালেকশন সিস্টেমের আওতায় এসপাস (SPASS) কার্ড ব্যবহার উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ও সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

আইসিটি ফেয়ার কালেকশনের আওতায় এপ্রিল ২০১২ থেকে এসপাস (SPASS) কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-মতিঝিল এবং আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে সিটি বাস সার্ভিসের ১১৬টি বাসে ICT Reader device সহ স্মার্ট কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ই-টিকেটিং সিস্টেম এবং এসপাস (SPASS) কার্ড ব্যবহার করার প্রেক্ষিতে যাত্রী সাধারণ উপকৃত হচ্ছেন এবং পূর্বের তুলনায় যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২৬,০০০ যাত্রী এসপাস (SPASS) কার্ড ক্রয় করেছেন।

ডিএসএল (Debt Service Liability) পরিশোধ

বিআরটিসি একটি রাষ্ট্রীয় সেবামূলক পরিবহণ সংস্থা। বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রদানকৃত Preferential Soft Loan ব্যবহার করে বিআরটিসি'র যানবাহন ক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে Debt Service Liabilities (DSL) নির্ধারণ করা হয় তা যথাসময়ে পরিশোধ করা বাঞ্চনীয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে বিআরটিসি সর্বমোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করেছে। তম্মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিশোধিত ডিএসএল এর পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

চালকের সংখ্যা বৃদ্ধি

যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় দক্ষ চালকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত বিআরটিসিতে চালকসহ বিভিন্ন পদে মোট ১৫৬৫ জন লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তম্মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫৭ জন লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৬ জন নিরাপত্তারক্ষী ও ৩৩১ জন চালক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এতে বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং বিআরটিসি'র প্রশাসনিক ও কারিগরী কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানীকৃত গাড়ীসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছে।

আপদকালীন যাত্রীসেবা এবং পণ্য পরিবহণ

বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অধিকাংশ বেসরকারি পরিবহণ সংস্থার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এ সময়ে গাড়ি চালনার সাথে সম্পৃক্ত বিআরটিসি'র কর্মচারীগণ অনেকক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। অনেকসময় বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রায়শঃই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

০৫.০৫.২০১৩ তারিখে মতিঝিল এলাকায় উদ্ভূত অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভাংচুরকৃত বিআরটিসি'র এসি বাস

০৯.১২.২০১২ তারিখ গাজীপুরের শিববাড়ী বাসস্ট্যান্ডে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে পোড়ানো বিআরটিসির দ্বিতল বাস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান হিসেবে বাস প্রদান

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাস উপহার প্রদান করে থাকেন। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪৩টি বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপহার প্রদান করেছেন (পরিশিষ্ট-**D**)। তম্মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭টি বাস উপহার প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বাসের সংখ্যা ও ধরণ
১.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	০২টি বাস (একতলা সিএনজি)
২.	সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১টি বাস (একতলা সিএনজি)
৩.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০১টি বাস (একতলা সিএনজি)
৪.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), ঢাকা	০১টি বাস (একতলা সিএনজি)
৫.	মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST)	০১টি বাস (একতলা সিএনজি)
৬.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	০১টি বাস (দ্বিতল বাস)
	মোট-	**০৭ টি**

পুরাতন যানবাহন মেরামত

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই পুরাতন যানবাহন মেরামতের উদ্দেশ্যে বিআরটিসি'কে ৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ ঋণের আওতায় ১১১টি দ্বিতল ও একতলা পুরানো যানবাহনকে মেরামতের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে যাত্রী সেবায় নিয়োজিত করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬১টি পুরনো যানবাহন মেরামত করে যাত্রী সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে।

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে জনসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকেঃ

- মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসির বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা
- ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা ও দেশের যে কোন দূর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস
- মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% হ্রাসকৃত ফি তে প্রশিক্ষণ প্রদান

- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভ সার্ভিস

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় ষ্টোর ও শেড নির্মাণ এবং দ্বিতল বাস ডিপোর ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজ
- রংপুরে স্থায়ী বাস ডিপো স্থাপনের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রদত্ত ৯২ শতক জায়গায় ডিপো নির্মাণ
- ঢাকাস্থ গাবতলী বাস ডিপো সম্প্রসারণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রদত্ত ০.৬৩৭৬ একর জায়গায় ডিপো সম্প্রসারণ

লাভ/লোকসান

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিআরটিসি'র আয় ২০১ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ব্যয় ১৯৫ কোটি ৩২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং অপারেটিং লাভ ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিআরটিসি'র আয় ছিল ১৭৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, ব্যয় ছিল ১৭১ কোটি ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং অপারেটিং লাভ ছিল ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরের আয় ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ১৬.১৯% বেশী।

অর্থবছর	আয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আয়ের বছরওয়ারী হার (ভিত্তি বছর ২০০৮-০৯)
২০০৮-০৯	৯৯৬২.৬২	৯,৪৮৭.৫৬	১০০%
২০০৯-১০	৯৮৮১.১০	৯,১৩১.০৮	৯৯.১৮%
২০১০-১১	১১৫১০.৭০	১০,৯৮৪.৩৫	১১৫.৫৩%
২০১১-১২	১৭৩৫৯.৮৪	১৭,১৯০.৩২	১৭৪.২৫%
২০১২-১৩	২০১৭০.৩৩	১৯,৫৩২.১৫	২০২.৪৬%

পরিশিষ্ট-A

ঢাকা শহরে পরিচালিত সিটি বাস সার্ভিসের রুটসমূহ

ডিপোর নামঃ দ্বিতল বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৬২

১	মিরপুর-মতিঝিল (দ্বিতল)
২	গাবতলী-রামপুরা (দ্বিতল)
৩	মহাখালী-ভৈরব (এসি)
৪	মহাখালী-কিশোরগঞ্জ (এসি)
৫	মহাখালী-কিশোরগঞ্জ (নন এসি)
৬	ষ্টাফ বাস রুট ৫৭টি

ডিপোর নামঃ কল্যাণপুর বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৭২

১	নবীনগর-মতিঝিল (দ্বিতল)
২	জিরানি বাজার-মতিঝিল (দ্বিতল)
৩	মোহাম্মদপুর-নতুনবাজার (দ্বিতল)
৪	মীরপুর ১০-মতিঝিল (চায়না সিএনজি)
৫	ঝিগাতলা-নতুনবাজার (চায়না সিএনজি)
৯	ষ্টাফ বাস রুট ৬৭টি

ডিপোর নামঃ জোয়ারসাহারা বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৪৪

১	আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল (এসি)
২	শিববাড়ি-মতিঝিল (দ্বিতল)
৩	আব্দুল্লাহপুর-আজিমপুর (দ্বিতল)
৪	ষ্টাফ বাস রুট ৪১টি

ডিপোর নামঃ গাজীপুর বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৬

১	কোণাবাড়ি-মতিঝিল (দ্বিতল)
২	রাজেন্দ্রপুর-মতিঝিল (দ্বিতল)
৩	শিমুলতলী-মতিঝিল (আর্টিকুলেটেড)
৪	বালুঘাট-মতিঝিল (আর্টিকুলেটেড)
৫	চৌরাস্তা-গাবতলী (আর্টিকুলেটেড)
৬	ঈদ সার্ভিস

ডিপোর নামঃ উথলী বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৩

১	গাবতলী-আব্দুল্লাহপুর
২	ইপিজেড-মতিঝিল
৩	গাবতলী-কালশী-আব্দুল্লাহপুর

পরিশিষ্ট-B

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসের রুটসমূহ

ডিপোর নামঃ মতিঝিল বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ১৮

১	ঢাকা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া (এসি)
২	ঢাকা-কুটিচৌমুহনী (এসি)
৩	ঢাকা-মনোহরদী (নন এসি)
৪	ঢাকা-মনোহরদী (চায়না সিএনজি)
৫	ঢাকা-নালিতাবাড়ি (নন এসি)
৬	ঢাকা-ঈশ্বরগঞ্জ (নন এসি)
৭	ঢাকা-বিরিশিরি (নন এসি)
৮	ঢাকা-নেত্রকোণা (নন এসি)
৯	ঢাকা-মদন (নন এসি)
১০	ঢাকা-নাছিরনগর (এসি)
১১	ঢাকা-খাশেরহাট (এসি)
১২	ঢাকা-মোহনগঞ্জ (টিসি)
১৩	ঢাকা-কমলাকান্দা (টিসি)
১৪	ডেমরা-চন্দ্রা (দ্বিতল)
১৫	তালতলা (খিলগাও)-মোহাম্মদপুর (দ্বিতল)
১৬	ঢাকা-রামগতি ভায়া নোয়খালী (এসি)
১৭	ঢাকা-গফরগাঁও (এসি)
১৮	ঢাকা-পোড়াদিয়া (নন এসি)

ডিপোর নামঃ চট্টগ্রাম বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ১৫

১	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি (এসি)
২	চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি (এসি)
৩	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার (এসি)
৪	চট্টগ্রাম-বান্দরবান (এসি)
৫	চট্টগ্রাম-কোম্পানীগঞ্জ (নন এসি)
৬	চট্টগ্রাম-কোম্পানীগঞ্জ (নন এসি)
৭	পুরাতন রেল স্টেশন-চুয়েট
৮	কর্নফুলী তৃতীয় সেতু-আনোয়ারা (নন এসি)
৯	কর্নফুলী তৃতীয় সেতু-পটিয়া (নন এসি)
১০	কর্নফুলী তৃতীয় সেতু-পটিয়া (দ্বিতল)
১১	শহর সার্ভিস (কালুরঘাট-পতেঙ্গা) (দ্বিতল)
১২	শহর সার্ভিস (চট্টগ্রাম বিশ্ব-নিউ মার্কেট) (দ্বিতল)
১৩	শহর সার্ভিস (নিউমার্কেট-রাউজান) (দ্বিতল)
১৪	শহর সার্ভিস (নিউমার্কেট-কাটগড়) (টিসি)
১৫	শহর সার্ভিস (নিউমার্কেট-কাটগড়)

ডিপোর নামঃ নরসিংদী বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৩

১	ঢাকা-নরসিংদি (সিএনজি)
২	ঢাকা-নরসিংদি (দ্বিতল)
৩	ঢাকা-ভৈরব (সিএনজি)

ডিপোর নামঃ বরিশাল বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ১৯

১	বরিশাল-রংপুর
২	বরিশাল- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩	কুয়াকাটা-খুলনা
৪	বরিশাল-পাথরঘাটা-খুলনা
৫	বরিশাল-খুলনা-পাথরঘাটা
৬	বরিশাল-খুলনা-১
৭	বরিশাল-মুন্সিগঞ্জ
৮	বরিশাল-বেনাপোল
৯	বরিশাল-খুলনা-২
১০	চরফ্যাশন-যশোর
১১	বরিশাল-ঝালকাঠি-পর্যটক
১২	বরিশাল-বরগুনা-১
১৩	বরিশাল-বরগুনা-২
১৪	বরিশাল-বরগুনা-নৈশ
১৫	বরিশাল-আমুয়া-১
১৬	বরিশাল-আমুয়া-২
১৭	বরিশাল-পাথরঘাটা (নৈশ)
১৮	বরিশাল-কেওরাকান্দি
১৯	বরিশাল-কেওরাকান্দি

ডিপোর নামঃ বগুড়া বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ২৪

১	বগুড়া-সাপাহার
২	বগুড়া-ঝালকাঠি
৩	বগুড়া-রহনপুর
৪	বগুড়া-(কানসাট) চৌডালা
৫	বগুড়া-বাংলাবান্ধা
৬	বগুড়া-জয়পুরহাট
৭	বগুড়া-নওগা
৮	কুড়িগ্রাম-পিরোজপুর (নৈশ)
৯	পঞ্চগড়-বরিশাল (নৈশ)
১০	দিনাজপুর-রংপুর
১১	রাজশাহী-নীতপুর
১২	রাজশাহী-সাপাহার
১৩	রাজশাহী-ভুরুঙ্গামারী
১৪	দিনাজপুর-চিলমারি
১৫	দিনাজপুর-ভুরুঙ্গামারী
১৬	রহনপুর ১-ভোলারহাট
১৭	সুন্দরগঞ্জ-চট্টগ্রাম (নৈশ)
১৮	পঞ্চগড়-খুলনা
১৯	বগুড়া-খুলনা (এসি)
২০	রংপুর-কিশোরগঞ্জ (নন এসি)
২১	বগুড়া-দিনাজপুর
২২	উলিপুর-সাতক্ষীরা (নন এসি)
২৩	বগুড়া-নড়াইল (এসি)
২৪	বগুড়া-সেতাবগঞ্জ (এসি)

ডিপোর নামঃ রংপুর বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ২১

১	পঞ্চগড়-চাঁপাই (দিবা)
২	হরিপুর-চাঁপাই
৩	পঞ্চগড়-গাইবান্ধা
৪	টুনিরহাট-গাইবান্ধা
৫	চিলমারি-দেবিগঞ্জ
৬	রংপুর-তেতুলিয়া
৭	রংপুর-পঞ্চগড় ১
৮	পঞ্চগড়-নেত্রকোণা
৯	পঞ্চগড়-খুলনা (নৈশ)
১০	রংপুর-শ্যামনগর (নৈশ)
১১	পঞ্চগর-লক্ষিপাশা
১২	পঞ্চগর-চাপাই (নৈশ)
১৩	রংপুর-রানিশংকৈল
১৪	রংপুর-চিলাহাটি
১৫	রংপুর-বুড়িমারি
১৬	রংপুর-পঞ্চগড়-৩
১৭	রংপুর-ধামুরহাট
১৮	রংপুর-চিলমারি
১৯	শাঠিবাড়ি-গাইবান্ধা
২০	রংপুর-শাকোয়া
২১	রংপুর-সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা

ডিপোর নামঃ পাবনা বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ২০

১	পাবনা-দিনাজপুর
২	পাবনা-পিরোজপুর
৩	পাবনা-নওগাঁ
৪	পাবনা-কুয়াকাটা
৫	চাঁপাই-খলিলপুর
৬	রংপুর-গোপালগঞ্জ
৭	মুজিবনগর-রাজশাহী
৮	রাজশাহী-আমুয়া
৯	চাঁপাই-পাথরঘাটা
১০	রাজশাহী-পাঁচবিবি
১১	নওগাঁ-রাজশাহী
১২	নওগাঁ-রাজশাহী
১৩	রাজশাহী-সাপাহার
১৪	পাবনা-চাঁপাই (দ্বিতল)
১৫	পাবনা-চাঁপাই (দ্বিতল)
১৬	রাজশাহী-বাঘা (দ্বিতল)
১৭	নেত্রকোণা-মংলা (নন এসি)
১৮	পাবনা-পাঁচবিবি (নন এসি)
১৯	রাজশাহী-দেবীগঞ্জ (নন এসি)
২০	রাজশাহী-সুন্দরগঞ্জ (নন এসি)

ডিপোর নামঃ খুলনা বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ১১

১	খুলনা-কাঠালিয়া
২	খুলনা-বরিশাল
৩	খুলনা-মঠবাড়িয়া
৪	খুলনা-রায়েন্দা
৫	খুলনা-শ্যামনগর
৬	খুলনা-কাকচিরা
৭	খুলনা-বরগুনা
৮	যশোর-কুয়াকাটা
৯	খুলনা-নলছিটি
১০	খুলনা-মুন্সিগঞ্জ
১১	খুলনা-কিশোরগঞ্জ (নন এসি)

ডিপোর নামঃ কুমিল্লা বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৭

১	কুমিল্লা-ঢাকা (এসি)
২	কুমিল্লা-সুনামগঞ্জ (নন এসি)
৩	কুমিল্লা-জাফলং (নন এসি)
৪	কুমিল্লা-কক্সবাজার (এসি)
৫	লক্ষিপুর-সিলেট (নন এসি)
৬	কুমিল্লা-সিলেট (এসি)
৭	গৌরিপুর-ঢাকা (এসি)

ডিপোর নামঃ সিলেট বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৬

১	সিলেট-তারাকান্দি (নন এসি)
২	সিলেট-ফরিদগঞ্জ (নন এসি)
৩	সিলেট-ফেনী (নন এসি)
৪	সিলেট-সোনাপুর (নন এসি)
৫	সিলেট-ঘাটাইল (নন এসি)
৬	সিলেট-ময়মনসিংহ (নন এসি)

ডিপোর নামঃ নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৭

১	নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা (এসি)
২	গুলিস্তান-মাওয়া (এসি)
৩	গুলিস্তান-মাওয়া (নন এসি)
৫	গুলিস্তান-বাজিতপুর (এসি)
৬	গুলিস্তান-বাজিতপুর (নন এসি)
৭	চিটাগাংরোড-সাভার (দ্বিতল)

ডিপোর নামঃ সোনাপুর বাস ডিপো রুট সংখ্যা = ৪

১	রামগতি-চট্টগ্রাম (নন এসি)
২	চরজব্বার-চট্টগ্রাম (নন এসি)
৩	সোনাপুর-সিলেট ছাতক (নন এসি)
৪	লক্ষীপুর-সুনামগঞ্জ (নন এসি)

পরিশিষ্ট-C

বিআরটিসি'র ৮৮টি নতুন এসি বাস চলাচলকারী রুটসমূহ

সিলেট বাস ডিপো ০৬ টি বাস		রুট সংখ্যা ৩টি
০১।	সিলেট-ঢাকা	
০২।	সিলেট-রাঙ্গামাটি	
০৩।	সুনামগঞ্জ-সিলেট-কক্সবাজার	

বরিশাল বাস ডিপো-১০টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৫টি

০১।	বরিশাল-রাজশাহী
০২।	চরফ্যাশন-বরিশাল-যশোর
০৩।	ঢাকা-বরিশাল-কুয়াকাটা
০৪।	ঢাকা-পটুয়াখালী-ভায়া বরিশাল
০৫।	বরিশাল-কাওড়াকান্দি মাওয়া

খুলনা বাস ডিপো-৮টি বাস রুট সংখ্যা ৩টি

০১।	খুলনা-ঢাকা (ভায়া-গোপালগঞ্জ, মাওয়া)
০২।	টুঙ্গীপাড়া-ঢাকা (ভায়া-গোপালগঞ্জ, মাওয়া)
০৩।	পিরোজপুর-বাগেরহাট-খুলনা-ঢাকা

চট্টগ্রাম বাস ডিপো-৮টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৪টি

০১।	চট্টগ্রাম-ঢাকা
০২।	খাগড়াছড়ি-ঢাকা (ভায়া-রামগড়)
০৩।	রাঙ্গামাটি-ঢাকা (ভায়া-চট্টগ্রাম)
০৪।	বান্দরবান-ঢাকা (ভায়া-চট্টগ্রাম)

রংপুর বাস ডিপো-৪টি বাসঃ রুট সংখ্যা ২টি

০১।	রংপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা
০২।	রংপুর-ঢাকা

সোনাপুর বাস ডিপো-১০টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৫টি

০১।	ঢাকা-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ)-কবিরহাট
০২।	বসুরহাট/কোম্পানীগঞ্জ- ফেনী-ঢাকা
০৩।	ঢাকা-বেগমগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর-রামগতি (মজুচৌধুরীহাট)
০৪।	ঢাকা-ফেনী-পরশুরাম
০৫।	ছাগলনাইয়া-ফেনী-ঢাকা

বগুড়া বাস ডিপো-৪টি বাসঃ রুট সংখ্যা ২টি

০১।	ঢাকা-গাইবান্ধা
০২।	পটুয়াখালী-বরিশাল-বগুড়া

পাবনা বাস ডিপো-৪টি বাসঃ রুট সংখ্যা ২টি

০১।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-পাবনা-কুয়াকাটা
০২।	ঢাকা-পাবনা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গাবতলী (উত্থুলী) বাস ডিপো-৮টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৪টি

০১।	ঢাকা-দিনাজপুর
০২।	ঢাকা-নড়াইল
০৩।	ঢাকা-কুষ্টিয়া
০৪।	ঢাকা-ময়মনসিংহ-জামালপুর

মতিঝিল বাস ডিপো-১০টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৪টি

০১।	ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার
০২।	ঢাকা-রাজশাহী
০৩।	ঢাকা-হবিগঞ্জ
০৪।	ঢাকা-শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার

নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো-৬টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৩টি

০১।	ঢাকা-কক্সবাজার
০২।	ঢাকা-চট্টগ্রাম
০৩।	ঢাকা-বিয়ানীবাজার-সিলেট

কুমিল্লা বাস ডিপো-৪টি বাসঃ রুট সংখ্যা ২টি

০১।	কুমিল্লা-চট্টগ্রাম
০২।	কুমিল্লা-কক্সবাজার-টেকনাফ

কল্যাণপুর বাস ডিপো-৬টি বাসঃ রুট সংখ্যা ৩টি

০১।	ঢাকা-শেরপুর-রৌমারী-কুড়িগ্রাম
০২।	ঢাকা-যশোর-সাতক্ষীরা
০৩।	ঢাকা-রংপুর

পরিশিষ্ট-D

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদানকৃত বাসের তালিকা

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বাসের সংখ্যা
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০৬টি বাস (চায়না সিএনজি) (৪টি স্বল্প ভাড়ায়)
২.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০৬টি বাস (চায়না সিএনজি) (৪টি স্বল্প ভাড়ায়)
৩.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
৪.	ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
৫.	বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
৬.	সরকারী তোলারাম কলেজ, নারায়নগঞ্জ	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
৭.	বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার ইঞ্জিঃ এন্ড টেকনোলজি	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
৮.	ঢাকা কলেজ, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
৯.	ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
১০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
১১.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
১২.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৩.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৪.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	০২টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৫.	সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৬.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), ঢাকা	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৮.	মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST)	০১টি বাস (চায়না সিএনজি)
১৯.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	০২টি বাস (কোরিয়ান সিএনজি)
২০.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০২টি বাস (পুরাতন দ্বিতল বাস)
২১.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	০১টি দ্বিতল বাস (নতুন অশোক লিল্যান্ড)
	মোট-	**৪৩ টি**

চিত্রে সড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের আশুলিয়া সড়কের সংস্কার ও মেরামত কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের টঙ্গী-ঘোড়াশাল সড়কের সংস্কার ও মেরামতকাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকার কেরানীগঞ্জে সড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং সড়কের মজবুতীকরণ ও ডিবিএসটি কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ফেনী সড়ক পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ভুলতার ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কাঁচপুর-সোনারগাঁও সড়কের কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সীতাকুন্ডে স্থাপিত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের বিআরটিএ'র মিরপুর কার্যালয় আকস্মিক পরিদর্শন করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট পর্যবেক্ষণ করছেন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকার তেজগাঁওয়ে নির্মিতব্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবন পরিদর্শন করছেন

সচিব, সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক নরসিংদীর ভেলানগরে ফুটওভার ব্রিজের নির্মাণাধীন কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক উদ্বোধনের পূর্ব মুহূর্তে ওয়াজেদ মিয়া সেতু পরিদর্শন করছেন

MRT Line-6 এর ডিপো নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন শেষে সড়ক বিভাগের সচিব
জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক সাথে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক গাজীপুরে BRT (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) বাস ডিপো নির্মাণের জন্য
প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক ভৈরব-কটিয়াদী-কিশোরগঞ্জ সড়কে EBBIP প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সেতু পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক উদ্বোধনের পূর্ব মুহূর্তে খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর নবনির্মিত চৌফলদন্ডী সেতু পরিদর্শন করছেন

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনে Open air মিটিং-এ সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

স্পেনের বার্সিলোনায় Bus Rapid Transit ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করছেন সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সিলেটে কাজীরবাজার সেতু পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী উদ্বোধনের পূর্বে তিস্তা সেতু পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী একদড়িয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর পুরাতন অসমাপ্ত সেতু সমাপ্ত করণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী উদ্বোধনের পূর্বে তিস্তা সেতু পরিদর্শন করছেন

মনিটরিং টিম কর্তৃক সড়ক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১ কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঠাকুরদিঘী এলাকায় পটহোল্‌স মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২ কর্তৃক দোহাজারী সড়ক বিভাগের আওতাধীন পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং-চকোরিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৩ কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফাজিলপুর বাজার থেকে কাসকা বাজার অংশের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৪ কর্তৃক বাক্ষণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগের অধীন কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাক্ষণবাড়ীয়া (সরাইল বিশ্বরোড মোড় মহাসড়কের মহিউদ্দিননগরে নির্মিতব্য সেতুর কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৫ কর্তৃক মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর আঞ্চলিক মহাসড়কে পিএমপির আওতায় ওভালে কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৬ কর্তৃক স্মৃতিসৌধ-চন্দ্রা ৪ লেন মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৭ কর্তৃক জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৮ কর্তৃক নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৯ কর্তৃক কাজিরবাজার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১০ কর্তৃক রংপুর শহর বাইপাস সড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১১ কর্তৃক নীলফামারী সড়ক বিভাগের আওতাধীন পাগলাপীর-ডালিয়া সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১২ কর্তৃক আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৪১ তম কিলোমিটারে আর.সি.সি. বক্স কালভার্ট এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৩ কর্তৃক নওগাঁ-বদলগাছী -পত্নীতলা সড়ক পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৪ কর্তৃক ঢাকা (মিরপুর)-উথলি-পাটুরিয়া-নাটাখোলা-কাশিনাথপুর-বগুড়া-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্ধা সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৫ কর্তৃক সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগের আওতাধীন খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের পুনঃনির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৬ কর্তৃক মেহেরপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৭ কর্তৃক বাগেরহাট সড়ক বিভাগের আওতাধীন নওয়াপাড়া-বাগেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের ওভারলে কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৮ কর্তৃক ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশের মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৯ কর্তৃক ভোলা সড়ক বিভাগের আওতাধীন ভোলা-চরফ্যাশন সড়কের উপরিস্থ নাংগলখালী সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২০ কর্তৃক পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের আওতাধীন পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাচিড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পটুয়াখালী অংশের পেভমেন্টের ফাটল পরিদর্শন।

সড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২১ কর্তৃক শরিয়তপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন বুড়িরহাট-গোসাইরহাট সড়কের পার্শ্ব ভাঙন পরিদর্শন